জোলমাত নামা
আশরাফ উদ্দীন
বাংলা একাডেমী ঢাকা
৬০

ছুয়াল গণী।

সর্ব্ব উত্তম !! সাবেকী ছাপা !! আদি ও আসল !!!

ছহি বড় জেলমাত নামা

হজরত আলী ও গদাই বাদশার লড়াই

মুনসী আশরাফউদ্দিন সাহেব প্রণীত

পত্র লিখিবার ঠিকানা।
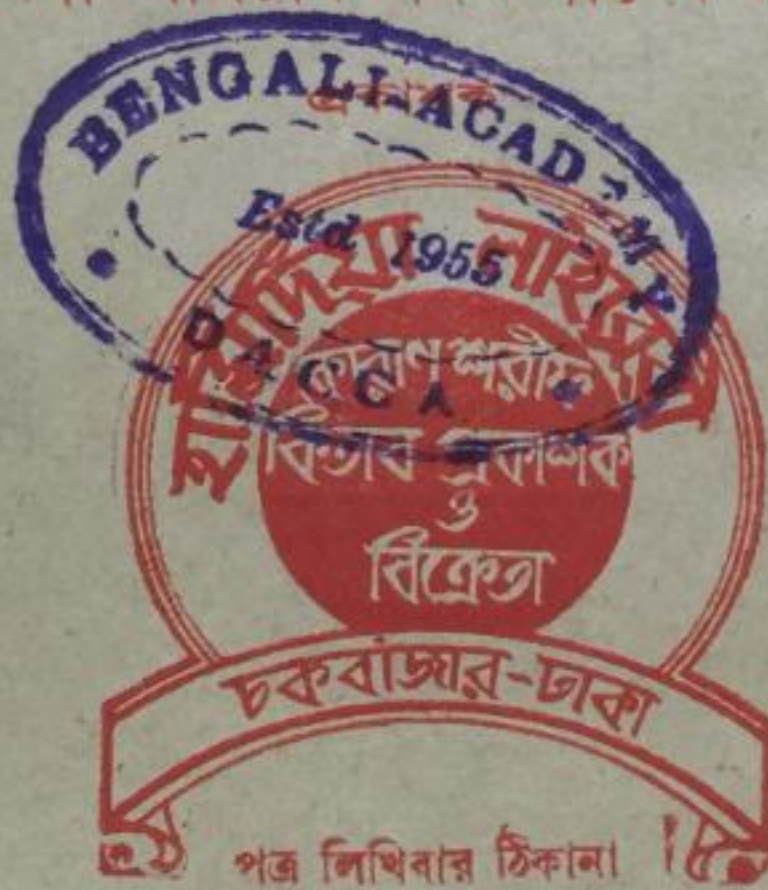
ম্যানেজার—হামিদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

সন ১৯৫০ ইং। মূল্য ।৶৹ সাত আনা মাত্র।

* ইলাহী ভরসা *

গদাই বাদশার লড়াই

ত্রিপদী *   ইলাহী আলামিন সাঁই, তাহা বিনে কেহ নাই, সেই বটে জগতের সার ॥ জাতি বারি বেনেওয়াজ, সকলি তাহার কাজ, কুদরতের হদ্দ বুঝা ভার * কুদরত কামাল তিনি, লা-শরীক রাব্বে গনি. নিজ নূরে নূর নবীজির ॥ সৃজন করিয়া বারি, রাখিয়া গোপন করি, নবী নূরে কৈল সবাকার * প্রথমে ফেরেস্তাগণে, সৃজিলেক নিরাঞ্জনে, নবী নূরে কুদরতে আপন ॥ তারপরে হুর পরি, পয়দা কৈল পাকবারী, দেও দানব জ্বেনের কারণ * এবাদত করিবারে, পয়দা কৈল সবাকারে, দেও দানব জ্বেনের তরেতে ॥ এবাদত না করিল, দোজখি হইয়া গেল, তবে খোদা আদমে সৃজিতে * মনেতে মানস করে. আপে প্রভু নিরাকারে, জগৎ উৎপত্তি কৈল শেষে ॥ ত্রিভুবন নৈরাকার, ছিল সব একাকার, শূন্যময় ফেনা মত ভাসে * সে ফেনা স্থাপন করি, পলকে সৃজিল বারি, সারে আলম চৌদ্দ ভূবন ॥ জগৎ উৎপত্তি করে, ভাগে২ থরে২, রাখিলেক নাথ নিরাঞ্জন * পাহাড় জঙ্গল নদী, ভাগে ভাগ হৈল যদি, তবে সাঁই প্রভু করতার ॥ হাওয়া আদমের তরে, খাক হৈতে পয়দা করে, রাখিলেক বেহেস্ত মাঝার * মোহাম্মদ মোস্তফা যিনি, জাহির হইল তিনি, দুনিয়াতে দীনের দেওয়ান ॥ ফাতেমা তাহার বেটী, বেহেস্তের চারি কাটি, যার হাতে ভেজে সোবহান * দুল দুল ছাওয়ার আলী, দুনিয়ার মহাব লে, দামাদ যে নবী মোস্তফার ॥ তাহার ফরজন্দ দোন, হাছান হোছাইন হেন, শহিদান কেবা হবে আর * তাহার আফসোসি দিনে, হৈল যাহা যেইখানে, অধীনেতে লিখিয়া জানায় ॥ খোদার ছেফত আর, কি লিখিবে গোনাগার, আল্লা২ বলহ সবায় *

* কেচ্ছা শুরু *

আল্লা আল্লা বল ভাই যত মোমিনগণ ॥ জোলমাতের জঙ্গ কথা করি যে বয়ান * গদাই নামেতে বাদশা জোলমাত শহরে ॥ করিল ইলাহী পয়দা ইহুদির ঘরে * হাসমত এয়ছাই তার কি কব বয়ান ॥ ষোল কোশ জুরে তার লস্কর সামান * কি কব বয়ান আমি মরদমি তাহার ॥ কত২ লস্কর তার ছিল জোরওয়ার * এয়ছাই জুলুম সে করিত লোক পরে ॥ দম না মারিত কেহ গদাইর ডরে * মুসলমান পরে তার এয়ছাই দুস্মনি ॥ দেখিলে গরদান তার মারিত তখনি * এয়ছাই হুকুম ছিল মুল্লুকে তাহার ॥ মুসলমান হয়ে নাম না লিবে খোদার * দেলেতে মাঙ্গিল দোয়া উঠাইয়া হাত ॥ গদায়ের বংশ আল্লা কয়হ নিপাত * কবুল হইল দোয়া দরগায় খোদার ॥ জিবরীলের তরে কহে আপে পরওয়ার * সেতাবি চলিয়া যাহ জোলমাত শহরে ॥ মুসলমান কর গিয়া গদাইর তরে * জিবরীল কহেন শুন পরওয়ারদেগার ॥ যত কিছু কারখানা সকলি তোমার * আপনি যে জোর দিলে খাতেরে তাহার আপনি দিয়াছ তারে মাল বেশুমার * আপনি করিলে তারে কুফরের সরদার ॥ কেমনে তাহাকে আমি করি দীনদার * কহিল ইলাহী তুমি যাহ নিকালিয়া ॥ আমার ফরমান যত দেহ শোনাইয়া * আমার ফরমান যদি না মানে কাফির ॥ আলীর পয়জারে মারি উড়াইব শির * জিবরীল শুনিয়া বাত জান নেকালিয়া ॥ জোলমাত শহর বিচে পৌছিল যাইয়া * গদাই নামেতে বাদশা করিয়া রাওশন ॥ দরবারেতে বসে আছে লিয়া লোক জন * এমন সময় মর্দ্দ জিবরীল পৌছিল ॥ বাদশার দরওাজা পরে দাখিল হইল * আজান পুকারে মর্দ্দ নামাজ খাতেরে ॥ শুনিয়া গদাই বাদশা আগ বরাবরে * আপনার লোকে গিধি করিল ফরমান ॥ নেড়িয়া বেটার তরে পাকড়িয়া আন * না জেনে আমার দেশে পৌছিল আসিয়া ॥ যমের সদনে ওরে দেহ পাঠাইয়া * মারিয়া গরদান তার লটকাইয়া দেহ ॥ দেখিলে নেড়িয়া আর না আসিবে কেহ * শুনিয়া বাদশার লোক বাহিরে আইল ॥ জিবরীলের তরে বাত কহিতে লাগিল * কে তুমি আইলে হেথা কিসের কারণে ॥ বাদশার ফরমান বুঝি নাহি শুন কানে * গরদান এখনি তোর দিব উড়াইয়া ॥ কাহেক চেল্লাও তুমি আল্লাহ বলিয়া * জিবরীল কহেন শোন কাফেরের জাত ॥

এছা গোস্বা হয় তেরা মুখে মারি লাত * লইলে আল্লার নাম গোস্বা হও দেলে ॥ এছা মালাউন নাহি দেখি কোন কালে * যাহার জোয়েতে কর এছা লানতান ॥ তাহাকে ধরিয়া যে করিব মুসলমান * খবর পৌঁছাও তেরা বাদশা বরাবর ॥ আইল মোরশেদ তেরা দরওাজা উপর * দরওাজা উপরে তেরা পীর মর্দ্দ খাড়া ॥ যাইয়া সালাম কর দস্ত করে জোড়া * মেরা এই বাতে যদি না আইসে কাফির ॥ শির উঠাইয়া দিব পয়জারে আলীর * হজরত আলীর নাম নাহি শুনেলি কানে ॥ কেহ নাহি আটে তারে দুনিয়া জাহানে * শের আলী নাম তার ইলাহীর শের ॥ তামাম কাফের আছে তার হাতে জের * সেই আলী আসে যদি জোলমাত মাঝার ॥ ঘড়ি একে ডালিবে করিয়া ছারখার * এখন আসিয়া মেল আমা বরাবরে ॥ নাহক খারাব হৈবা আলীর পয়জারে * এতেক শুনিল যদি বাদশার লস্কর ॥ যাইয়া বাদশার আগে কহিল খবর * জিবরীলের মুখে যেয়ছা শুনে লানতান ॥ যাইয়া বাদশার আগে করিল বয়ান * শুনিয়া গদাই বাদশা আগ বরাবর ॥ কুদিয়া ছওয়ার হইল ঘোড়ার উপর হাজার মণের গোর্জ্জ বগলে দাবিয়া ॥ জিবরীলের কাছে গিধি পৌছিল আসিয়া * চাহে কি মারিয়া ডালে জিবরীলের তরে ॥ বিপাক দেখিয়া মর্দ্দ ভেগে গেল দূরে * দূরে গিয়া কহে হেঁকে শোনরে কাফির ॥ আলীর পয়জারে তেরা উড়াইব শির * ইলাহী হুকুম দিল আমার উপরে ॥ মুসলমান কর গিয়া গদাইর তরে * এ খাতেরে আসি আমি জোলমাত মাঝার ॥ না মানিলে বাত মেরা কাফের গাঁওার * থাক তুমি আলীকে আনিতে যাই আমি ॥ কোন জোরে বাচ তুমি দেখিব মরদমি গদাই কহেন নেড়ে কে ডরে আলীকে ॥ নেড়ে মুসলমান সেবা কত জোর রাখে * ডরেতে ভেগেছে নেড়ে তবু কর সোখ ॥ খাড়া রহ এক বার হাতে জুরে দেখি * থাকুক আলীর দায় তুমি লড় আগে ॥ শেষেতে খবর দিও আলীর নজদিগে * জিবরীল কহেন আমি বেগর হুকুমে ॥ কেমনে লড়িব গিধি তোমার সামনে * ইলাহী হুকুম যদি দিত মেরা পরে ॥ তুফান করিয়া দিতাম জোলমাত শহরে * শুনিয়া গদাই গিধি গোস্বায় জ্বলিয়া ॥ জিবরীল উপরে মারে পাথর ফেকিয়া ॥ জিবরীল গায়েব হৈল হুকুমে আল্লার ॥ তাজ্জব হইল দেখে কাফের গাঁওার * আপনা লস্করে কহে করিয়া বয়ান ॥ যাদুগর হবে বুঝি এই মুসলমান

সকলে হুশিয়ার রহ কোমর বান্ধিয়া॥ পাছে নাহি দাগা দেয় লস্করে আসিয়া * হুশিয়ার রহ কোমর বেন্ধে চল মোর সাথে॥ যেখানে হজরত আলী আছে মদীনাতে * মদীনা শহরে ঘুর হজরত আলীর কত জোর রাখে দেখি নেড়িয়া ফকির * তামাম লস্কর বলে শোন নামদার॥ মদীনা শহর আছে দরিয়ার পার * নীল নামে দরিয়া সে পার হৈতে হবে॥ তবে সেই মদীনার কেনারা পাইবে * সেই যে দরিয়া নীল পার হওয়া ভার॥ নাহি আছে নাও বেড়া না মেলে কেনার * লম্বাইর ওর যার কেহ নাহি জানে॥ আড়ে শুনি ষোল কোশ লোকের জবানে * সেই দরিয়াতে যদি পার পুল বান্ধিবারে॥ তবেত যাইবে তুমি মদীনা শহরে * আপনা উজিরে বাদশা সেই কথা কয়॥ দরিয়াতে বান্ধ পুল যাব মদীনায় * উজির পাইল যদি হুকুম বাদশার॥ পুল বান্ধিবারে যায় নীল দরিয়ার * সারাদিন বান্ধে পুল নিমা সাম কালে॥ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায় পানির হিল্লোলে * এই রূপে রোজ২ হয় মেছমার যত কিছু সব দেখে কুদরত আল্লার * কুদরত ইলাহী ভাই কে বুঝিতে পারে॥ পেরেশান হইল সবে পুল বান্ধিবারে * আখেরে ফিরিয়া গেল জোলমাত শহর॥ যেখানে বাদশাই করে গদাই কুফর * গদাইর তরে সবে খবর পৌছায়॥ দরিয়ার বান্ধা পুল অতি বড় দায় এই যে দরিয়া নীল কেরামত রাখে॥ সারা দিন বান্ধি ভাঙ্গে আখির পলকে * এয়ছাই তুফান উঠে যেমন পাহাড়॥ দেখিতে২ হয় সকল মেছমার * শুনিয়া গদাই বাদশা ভাবে মনে মনে॥ মদীনা শহরে আমি যাইব কেমন * আশ্রাফউদ্দিন কহে তুমি না ভাবিও আর॥ আসিবে হজরত আলী মুল্লুকে তোমার * এই হৈতে পুল বান্ধা রহিল এখন॥ হজরত আলীর কথা শোন দিয়া মন *

* হজরত জিবরীল খোদার হুকুমে মদীনায় আসিবার বয়ান *

পয়ার * যখন জিবরীল আইল জোলমাত থাকিয়া॥ দরবারেতে ইলাহীর পৌছিল আসিয়া * সালাম করিয়া কহে জুড়ে দোন হাত॥ ইলাহী আলমীন আল্লা শুন মেরা বাত * তোমার হুকুমে গেনু জোলমাত শহরে॥ মুসলমান করিবারে গদাইর তরে * আজান সালাম ভেজি নামাজ লাগিয়া॥ হাকাইয়া দিল মোরে পাথর মারিয়া * হুজুরে আইনু ফিরে যে হয় ফরমান॥ আমার তাকত নাহি করি মুসলমান *

ইলাহী হুকুম দিল সেতাবি যাইয়া॥ হজরত আলীর তরে দেহ পাঠাইয়া * জিবরীল আরজ করে জুড়ে দোন হাত॥ আলী যে তোমার শের শুন পাকজাত * শের আলী নাম তার দুনিয়া বিচেতে॥ কেহ না আটীতে পারে তাহার জোরেতে * সেই আলী ধরে যদি জোরে তলওয়ার॥ দেও পরী ভুত ভাগে ডরেতে তাহার * ফুনকা এয়ছা হব আমি তাহার হক্কেতে॥ আমার কথায় কেন যাইবে জোলমাতে * ইলাহী কহিল তুমি পেয়ারা আমার॥ সব হৈতে যেয়াদা যে মরতবা তোমার * ফকিরের বেশে তুমি যাহ নেকালিয়া॥ মেরা এক কেরামতি বস্তানী লইয়া * যাইয়া নবীর আগে কহ এই বাত॥ এক মর্দ্দ জোরওয়ার দেহ মেরা সাথ * এই যে বস্তানী মেরা শিরেতে লইয়া॥ আমার মুল্লুকে মুঝে দেয় পৌছাইয়া * একথা শুনিয়া নবী মালুম করিবে॥ হজরত আলীর তরে নিকালিয়া দিবে * এয়ছাই কহিয়া তারে বিদায় করিল॥ কাগজের ফর্দ্দ এক হাত পরে দিল * এই যে কাগজ তুঝে দিনু নেকালিয়া॥ যতন করিয়া লেহ রুমালে বান্ধিয়া * বস্তানী করিয়া লেহ শিরের উপরে॥ যাইয়া পৌছিবে লিয়া নবী বরাবরে * জিবরীল শুনিয়া বাত যায় নেকালিয়া॥ কাগজের ফর্দ্দ সেই রুমালে বান্ধিয়া * আপনার শিরে মর্দ্দ উঠাইয়া লিল॥ লইয়া আল্লার নাম রাহেতে চলিল এয়ছাই ওজন তার কি কব বয়ান॥ জিবরীলের শিরে যেন তামাম জাহান * যাইতে২ রাহে ভাবে মনে২॥ এক ফর্দ্দ কাগজের এত ভার কেনে * এয়ছাই ভাবিয়া দেলে উতারে বস্তানী॥ নজর করিয়া দেখে খুলিয়া তখনি * এই বাত লেখা আছে শুন সে কালাম॥ আপনা নামের সাথে নবীজির নাম * লা-ইলাহা লেখা আর মোহাম্মদ রাছুল॥ ইলাহী করিল যারে আপনা মকবুল * সেই নাম বিনে তাতে আর কিছু নাই॥ সেই নামে এত ভার দিয়াছেন সাঁই * দেখিয়া জিবরীল মর্দ্দ তাজ্জব হইয়া॥ চলিল নবীর কাছে বস্তানী লইয়া * দেখিতে২ মর্দ্দ নেকালিয়া গেল॥ নবীর দরওাজা পরে যাইয়া পৌছিল * বসিয়া আছেন নবী নামাজ পড়িয়া॥ ইয়ার আছহাব আছে নজদিগে বসিয়া * এমন সময় মর্দ্দ জিবরীল আইল॥ সালাম আলেক করে কহিতে লাগিল * শুন২ নূর নবী দীন পয়গাম্বর॥ আমার আরজ আছে জনাব উপর * শির উঠাইয়া নবী দেখে তাকাইয়া॥ জিবরীল আমিন খাড়া সামনে আসিয়া

চিনিতে পারিল নবী জিবরীলের তরে॥ বসালেন আপনার কুরছির উপরে * বহুত তাজিম করে পুছিতে লাগিল॥ দেলের মতলব যাহা মেরা আগে বল * জিবরীল কহেন মেরা জইফ উম্মর॥ চলিতে তাকত নাহি কাঁপি থর থর * এয়ছা এক মর্দ্দ নবী দেহ মেরা তরে॥ পৌছাইয়া দেয় মুঝে জোলমাত শহরে * জোলমাত শহরে যাব কাম আছে ভারি॥ সেতাবি বিদায় কর নাহি সহে দেরি * হজরত নবীর কাছে ছিল চার ইয়ার॥ কহিতে লাগিল তারা শুন পয়গাম্বর * আমরা খাদেম সব নজদিগে বসিয়া॥ হুকুম পাইলে পরে দেই পৌছাইয়া * এয়ছা শুনিয়া নবী হাসিয়া কহিল॥ হজরত ওছমানে তবে যাইতে কহিল * শুনিয়া ওছমান গণী উঠিল কুদিয়া॥ এক টান দেই সেই বস্তানী ধরিয়া * বস্তানী ধরিয়া মর্দ্দ চাহে উঠাইতে॥ হাজার কোসেস করে নারে হেলাইতে * আখেরে নবীর কাছে সরমেন্দা হইল॥ দোসরা ইয়ার ফের কুদিয়া ধরিল * সেই রূপে সেই মর্দ্দ যাইয়া ধরিল॥ টানাটানি খেচাখেচি বহুত করিল * আখেরে সরমেন্দা হৈল নারে হেলাইতে॥ তেছরা ইয়ার ফের লাগিল কহিতে * সরমেন্দা হইল সবে নবী বরাবর॥ এইত মরদমি ধর জানা গেল জোর * পলকে উঠাইতে পারি এই যে বস্তানী॥ ইহার খাতেরে কর এত টানাটানি * তোমাদের কর্ম্ম নহে সবে থাকে ঘরে॥ আমি গিয়া রেখে আসি জোলমাত শহরে * এতেক বলিয়া সেই বস্তানী ধরিল॥ হাজার কোসেস করে উঠাইতে নারিল * আখেরে সরমেন্দা হয়ে হেট শিরে রয়॥ চৌঠা ইয়ার দেখে কিছু নাহি কয় * হাসিয়া কহেন নবী সবাকার তরে॥ যাহ এবে ডেকে আন হজরত আলীরে * আলী বিনে এয়ছা মর্দ্দ কে আছে দুনিয়ায়॥ ফকিরী বস্তানী এই উঠাইয়া দেয় * শুনিয়া ইয়ার এক যায় নেকালিয়া॥ হজরত আলীর কাছে পৌছিল যাইয়া * নবীর ফরমান যাহা শোনাইল তারে॥ শুনিয়া হজরত আলী যায় ধীরে২ * যাইয়া পৌছিল মর্দ্দ নবী বরাবর॥ বসিয়া আছেন নবী কুরছির উপর দেখিয়া আলীর তরে কহে এই বাত॥ তোমাকে যাইতে হবে শহর জোলমাত * জোলমাত শহরে যাবে সেতাব চলিয়া॥ যেথা যায় এই মর্দ্দ দেহ পৌছাইয়া * রাহে ঘাটে কোন খানে না পায় আজার॥ এই মর্দ্দ জান মেরা বড় দোস্তদার * কহেন হজরত আলী একথা শুনিয়া॥

ঘর হৈতে আসি আমি বিদায় হইয়া * নবীজি কহেন বাবা কহি যে তোমায়॥ সেতাবি আসিবে যেন দের নাহি হয় * শুনিয়া হজরত আলী ঘরেতে পৌছিল॥ বিবী ফাতেমার আগে কহিতে লাগিল * শোন বিবী হুকুম করিল পয়গাম্বর॥ যাইতে হইবে মুঝে জোলমাত শহর * জোলমাত শহরে যাব কাম আছে ভারি॥ বিদায় লইয়া যাই তেরা বরাবরি * দোয়া কর বিবী মুঝে চলিলাম একা॥ বেচে যদি থাকি বিবী ফের হবে দেখা * নহেত জনম সোধ তোমার আমার॥ আর দেখা হবে সেই বেহেস্তে মাঝার * আর এক কথা বিবী কহি যে তোমারে॥ দুধের পেয়ালা আছে তাকের উপরে * সেই দুধ নীল রঙ্গ হইবে যখন॥ আমার বিপদ বিবী জানিবে তখন * দুল দুল উপরে মেরা জিন বন্দি কিয়া॥ জুলফিক্কার তেগ মেরা দিবে উঠাইয়া * দুল দুলে কহিবে তুমি নেকালিয়া যাও॥ তোমার সওয়ার যেথা ঢুড়ে গিয়া লও * এই বাত কয়ে মেরা দুল দুলের তরে॥ বিদায় করিয়া দিবে জোলমাত শহরে * শুনিয়া ফাতেমা বিবী দস্ত উঠাইল॥ ইলাহীর নজদিগে দোয়া মাঙ্গিতে লাগিল * ইলাহী আলমীন আল্লা পরওয়ারদেগার॥ চলিল হজরত আলী জোলমাত শহর * রাহে ঘাটে কোন খানে দুস্মনের হাতে॥ না পায় আজার যেন যাইতে আসিতে * এই দোয়া মাঙ্গে বিবী দস্ত উঠাইয়া চলিল হজরত আলী বিদায় লইয়া * নবীর হুজুরে গিয়া সালাম করিল ফকিরী বস্তানী মর্দ্দ উঠাইয়া লিল * লইয়া বস্তানী মর্দ্দ শিরেতে করিয়া ফকিরের পিছে২ যায় নেকালিয়া * এইরূপে কতদূর নেকালিয়া জান॥ সামনে দেখিল এক বেবাহা ময়দান * আড়ে দিকে যোল কোশ কি কহিব বাণী॥ নাহি আছে গাছ পালা নাহি মেলে পানি * সেই ময়দানের বিচে পৌঁছিল যাইয়া॥ পানির পেয়াস জোরে ধরিল আসিয়া * আলী কহে শুন শাহা কহি যে তোমারে॥ বড় পেরেশান হৈনু পানির খাতিরে * জিবরীল কহেন আলী কি কহিব বাণী॥ জান বখশি হয় মেরা দেহ থোড়া পানি * আলী কহে আপনাকে দেখে পেরেশান॥ দোছরা হইল ভারি মুঝে তেরা জান * তোমার জানের তরে হইয়া কোরবানী এই খানে বৈস শাহা ঢুড়ে আনি পানি * সেই খানে বসাইয়া হজরত জিবরীলে॥ পানির তালাশে শাহা নেকালিয়া চলে * হজরত জিবরীল সেথা রহেন একেলা॥ অধীনেতে কহে সব কুদরতের খেলা *

* হজরত আলী বিবী হনুফার বাগানে পৌছিবার বয়ান *

পয়ার * জিবন্নীলে রাখিয়া আলী এতেক বলিয়া॥ চলিল দক্ষিণ মুখে পানির লাগিয়া * পানি২ করে মর্দ্দ খুজিয়া চলিল॥ দেখা দেখি কত দূর যাইয়া পৌছিল * সামনে দেখিল এক বাগিচা মাকুল॥ দেখিতে সুগন্ধ কত নানাজাতি ফুল * গোলাপ সেউতি জাতি পলাস টগর॥ জুই চাঁপা বেল আদি ফুটে বহুতর * থরে থরে বকুলের লেগেছে কেয়ারী॥ তার পাসে তরুলতা আছে শোভা করি * আজিম দরক্ত কত আছে ছায়াদার॥ কত রঙ্গ পক্ষী তায় কে করে শুমার * তার মাঝে আছে এক দীর্ঘ সরোবর॥ মওজা ফুটিয়া যেন উথলে সাগর * তাহাতে ভাসিছে কত স্থল পদ্ম কলি॥ ভ্রমরা মৌমাছি কত তাহে করে কেলি * কোকিল ডাকিছে কত তমালের ডালে॥ মউর মউরি নাচে অতি কৌতুহলে * সেই বাগানের ঠাট দেখে পাহালওান॥ ধীরে২ বাগানের নজদিগেতে জান * বাগানির তরে কহে বয়ান করিয়া॥ থোড়া পানি দেহ মোরে সোরাই ভরিয়া * শুনিয়া বাগানি কহে আলীর হুজুরে॥ পানির খেয়াল ছেড়ে চলে যাহ ঘরে * হাজার কোশের মধ্যে পানি না পাইবে॥ নাহক পানির তরে জান খোওাইবে জান লিয়া ভাগ তুমি শোন মেরা বাত॥ নহেত মউত তেরা জানিবে নেহাত * শুনিয়া হজরত আলী কহে বাগানিরে॥ নাহি দেখ নাহি দেখ আমার খাত্তিরে * আমার খাতেরে কহ তকব্বরি বাত॥ এয়ছা গোস্বা হয় তেরা মুখে মারি লাথ * বাগানি কহেন নেড়ে কহি যে তোমারে॥ তোমার তাকত কিবা মারিবে আমারে * জেনেছি তোমারে তুমি মক্কার নেড়িয়া॥ যেয়াদা কহিলে বাত দিব লোটাইয়া * শুনিয়া হজরত আলী গোস্বায় কুদ্দিল॥ ভাঙ্গিয়া গাছের ডাল ফেকিয়া মারিল * দেখিয়া বাগানি ভাগে জান বাচাইয়া॥ না জানি এ কোন মর্দ্দ পৌছিল আসিয়া * ভাঙ্গিল গাছের ডাল দিয়া এক টান॥ বড় জোর রাখে দেখি নেড়ে মুসলমান * যাইয়া বাদশার আগে কহি যে খবর॥ আইল নেড়িয়া এক বাগান ভিতর * এয়ছাই ভাবিয়া মালি যায় নেকালিয়া॥ দরবারের বিচে মর্দ্দ পৌছিল যাইয়া * সালাম করিয়া কহে জোড়ে দোন হাত॥

বাদশাজাদি ছালামত শোন এক বাত * কোথা হৈতে এক মর্দ্দ পৌঁছিল আসিয়া ॥ তোমার সকল বাগ ডালিল তুড়িয়া * ভাঙ্গিয়া গাছের ডাল কৈল ছারখার ॥ ফেকিয়া মারিল মুঝে যেমন পাহাড় * ভাগিয়া আইনু আমি জান বাচাইয়া ॥ যে হয় উচিৎ বিবী কহনা বুঝিয়া * শুনিয়া হানুফা বিবী গোস্বায় জ্বলিল ॥ বারুদের ঘরে যেন আগ লাগাইল * সেতাবি হুকুম করে আপনার লোকে ॥ ছওয়ারির ঘোড়া এবে আন মেরা কাছে * শুনিয়া ছওয়ার সব গিয়া খাড়া২ ॥ আনিয়া হাজের করে ছওয়ারির ঘোড়া * উঠিয়া হানুফা বিবী বান্ধিল কোমর ॥ শির পরে তুলে দিল লোহার টোপর * আচড়িয়া কেশ বিবী বায়ে বান্ধে খোপা ॥ তার পরে তুলে দিল গন্ধরাজ চাঁপা * কোমর বান্ধিল বিবী মজবুত করিয়া ॥ গোর্জ্জ উঠাইয়া লিল বগলে দাবিয়া * লইয়া তলওয়ার ঢাল ফাঁসীর জিঞ্জির * ঘোড়ায় চড়িয়া বিবী হইল বাহির * এয়ছাই জোরেতে চলে যেন বহে ঝর ॥ ঘোড়ার পায়ের নাল ডাকে কড়২ * পাথরে ঘোড়ার নাল লাগে ঠকাঠক ॥ তাহাতে আগুণ উঠে যেমন চকমক * এয়ছাই কুওতে বিবী নেকালিয়া গেল ঘড়ি একে বাগানের নজদিগে পৌঁছিল * বাগান নর্জদিগে গিয়া দেখে তাকাইয়া ॥ টুটা গাছ দেখে বিবী উঠিল জ্বলিয়া * গোস্বা ভরে এয়ছা জোরে এক হাঁক মারে ॥ মেঘের গর্জ্জন যেন আসমান উপরে * কানে তালা লাগে কার শুনে সেই হাঁক ॥ দেও পরী ডরে ভাগে দেখিয়া বিপাক * ডরেতে আজদাহা সাপ সান্ধাইল গড়ে ॥ হামেলা রাড়ের যে হামেল গেল পড়ে * সেই হাঁক শুনে আলী কাঁপে থর২ ॥ পৌঁছিল হানুফা বিবী তার বরাবর * গোস্বা ভরে কহে বিবী আলীকে হাঁকিয়া ॥ কার জোরে এত জোর কর রে নেড়িয়া * আলী বলে আপনা কুওতে লড়ি আমি ॥ আমি যে কেমন মর্দ্দ নাহি জান তুমি * মিছে কেন জারী কর আমার সামনে ॥ এখনি ভেজিয়া দিব দোজখের পানে * জোরের ফখর করে আলী আপনার ॥ ইলাহীর পরে কিছু নাহি ভাবে আর * সেই বাতে আল্লাতালা বেজার হইয়া ॥ জিবরীলের তরে কহে ইসারা করিয়া * আলী যে আমার পরে না রাখিল বার ॥ থোড়া দুঃখ দিব আমি আলীর উপর * এবারে না ফতে পাবে আলী পাহালওান ॥

আওরতের হাতে মর্দ্দ হবে পেরেশান * বেদেল হইয়া আল্লা আরশে বসিল॥ আলী আর হান্নুফা দোহে লড়িতে লাগিল * গোস্বা ভরে কহে বিবী শুনরে নেড়িয়া॥ এক চড়ে দিব তোরে মদীনা ভেজিয়া * কত শত বাদশাজাদা মেরা হাতে জের॥ যে আইল না ফিরিল হইল আখের * আলী বলে মিছে কেন গর্ব্ব কর তুমি॥ হাত জুড়ে এসে লড় থাকেত মরদামি * গোস্বা ভরে মারে বিবী গোর্জ্জ উঠাইয়া॥ লাগিল আলীর শিরে পড়িল ঘুমিয়া * এয়ছা জোরে বিবী তারে গোর্জ্জ মেরে ছিল॥ বেহুশ হইয়া আলী জমিনে গিরিল * সেতাবি নামিল বিবী ঘোড়ায় থাকিয়া॥ কুদিয়া বসিল তার ছাতিতে যাইয়া * জবেহ করিবার তরে নেকালে খঞ্জর॥ ইলাহী রহম দিল আলীর উপর আপনা কুদরতে দম বন্দ করে দিল॥ দম নাহি চলে বিবী দেখিতে পাইল * হাত সামটিল বিবী আদব রাখিয়া॥ মোরদার উপরে তেগ মারি কি লাগিয়া * এবাতে কলঙ্ক হবে হইবে বদনাম॥ মোরদার উপরে তেগ চালান হারাম * এয়ছাই ভাবিয়া বিবী ছাতি হৈতে উঠে ছাওার হইয়া গেল আপনা ঘোড়াতে * এখানে হজরত আলী বেহুশে পড়িয়া॥ সাত রাত সাত দিন গেল গোজারিয়া * গায়েবী আওয়াজ হল জিবরীলের তরে॥ বেহুশ আছেন আলী উঠাও তাহারে * জিবরীল শুনিয়া বাত নেকালিয়া গেল॥ যাইয়া আলীর কানে এক ফুক দিল * চেতন পাইয়া আলী উঠে চমকিয়া॥ চারিদিকে দেখে মর্দ্দ নজর করিয়া বেহুশের নিন্দ হৈতে জাগিয়া উঠিল॥ ফকিরের কথা দেলে ইয়াদ হইল * তাড়াতাড়ি যায় মর্দ্দ যেখানে ফকির॥ দেখে যে ময়দানে খাড়া আছে বুড়া পীর * সালাম করিয়া কহে শোন নামদার॥ বড়ই কঠিন দেশ পানি মেলা ভার * পানির তালাশে আমি গেনু নেকালিয়া দেখা দেখি কত দূর পৌছিনু যাইয়া * সামনে দেখিনু এক মাকুল বাগান॥ দেখিয়া খোসাল বড় হৈল মেরা জান * বাগানির ঠাঁই গেনু পানি মাঙ্গিবারে॥ বড়ই জবুন বাত কহিল আমারে * গোস্বায় তুড়িনু আমি বাগিচা তাহার॥ মালেকের আগে গিধি দিল সমাচার * আইল মালেক তার বড় পাহালওয়ান॥ এক গোর্জ্জ মেরে মোরে কৈল পেরেশান * গোর্জ্জের ধমকে ছিনু বেহুশে পড়িয়া॥ বেহুশের নিন্দ হৈতে আইনু উঠিয়া * জিবরীল কহেন আলী কহি তেরা কাছে॥

শের আলী নাম তেরা দুনিয়ার বিচে * লোক মুখে শুনি তেরা বড় পাহালওানি ॥ আওরতের হাতে হারো এইতো মরদামি * আওরতের এক চোট শিরেতে খাইয়া ॥ সাত রোজ বেহুশেতে রহ যে পড়িয়া * কহেন হজরত আলী শোন বুড়া পীর ॥ কেমনে চিনিলে তুমি তাহার খাতির মুল্লুকে২ আমি ফিরি কত ঠাঁই ॥ এমন আওরত আমি কভু দেখি নাই * মরদানা লেবাছ গায় মরদের বেশ ॥ এক জাররা নাহি তাহে আওরতের লেশ * আওরত হইয়া ফেরে ময়দানে২ ॥ বেহায়া মা বাপ তার বাচায় কেমনে * কহেন জিবরীল ফের শোন পাহালওান ॥ আওরতের মরদামি তাহা কি কব বয়ান * মেছের কয়সার শাহা তাহার কুমারি ॥ কত বাদশা জোরওার তাহা বরাবরি * রুম শাম কয়সার মেছের চারি ঠাঁই আপনা জোরেতে বিবী করেন বাদশাই * এই চারি মুল্লুকের চারি বাদশা ছিল ॥ সকল লুটিয়া বিবী আপনি হইল * দম নাহি মারে কেহ বিবীর ডরেতে ॥ জের বার আছে সবে আওরতের হাতে * শুনিয়া হজরত আলী গোস্বায় জ্বলিল ॥ জিবরীলের তরে মর্দ্দ কহিতে লাগিল শোন শাহা ঘড়িএক খাড়া রহ তুমি ॥ কেমন আওরত গিয়া দেখে আসি আমি * আল্লা যদি দেয় ফতে আসিব ফিরিয়া ॥ নহেত তাহার হাতে যাইব মরিয়া * অধীন আশ্রাফ কহে ফতে দেয় সাঁই ॥ চলিল হজরত আলী করিতে লড়াই *

* বিবী হানুফার সাথে হজরত আলীর লড়াই *

পয়ার * এয়ছাই কহিয়া আলী নেকালিয়া গেল ॥ আম্বাজ শহর বিচে যাইয়া পৌছিল * আম্বাজ শহর বিচে যাইয়া পাহালওান ॥ হাঁকিল হায়দরী হাঁক তাকিয়া আসমান * তখন হানুফা বসি ছিল তক্ত পরে ॥ হাঁকের আওয়াজ শুনে কাঁপে থরে২ * বাকি যত লোক ছিল নজ্জদিগে বসিয়া ॥ বেহুশে জমিন বিচে গেরে লোটাইয়া * ঘড়ি চার বাদে সবে হুশিয়ার হইল ॥ আপনার লোকে বিবী কহিতে লাগিল * কিসের আওয়াজ এই শোন বেরাদর ॥ দেও পরী হয় কিবা দোছরা খবর * উজীর আরজ করে শোন আলম্পানা ॥ আদমের হাঁক এই হাঁকে গেল জানা * বিবী বলে তেরা বাতে না হয় এতবার ॥ এয়ছা মর্দ্দ কেবা আছে দুনিয়া মাঝার * মক্কার শহরে ছিল আলী পাহালওয়ান ॥

দুনিয়াতে নাহি কেহ তাহার সমান * সেই আলী মারা গেছে জঙ্গেতে আমার ॥ দোছরা এমন মর্দ্দ কেবা আছে আর * উজীর কহেন বিবী কহি যে তোমারে ॥ আলীর যে আল্লার শের কোথাও না হারে * সেই আলী মারা গেছে না হয় এতবার ॥ দোছরা না হবে কেহ শোন সমাচার বিবী বলে সেতাবী খবর লেহ তুমি ॥ কি খাতেরে আইল মর্দ্দ আম্বাজের ভুমি * কভু নাহি শুনে বুঝি পাহালওানি মেরা ॥ নাহক আমার হাতে কাহে যাবে মারা * উজীর শুনিয়া বাত নেকলিয়া যায় ॥ দরওাজাতে খাড়া আলী দেখিবারে পায় * উজীর আদব রেখে করিল সালাম ॥ কি খাতেরে আইলে শাহা কোথায় মোকাম * কি কামে আইলে হেথা কিবা নাম ধর ॥ দরওাজা উপরে কাহে সোরসার কর * সোরসার নাহি কর শুন পাহালওান ॥ আপনা মতলব কহ করিয়া বয়ান * আলী কহে আসিয়াছি লড়িবার তরে ॥ যাইয়া কহ না তেরা বিবীর হুজুরে উজীর কহেন শাহা শুন মেরা বাণী ॥ নাহক কাহেক মিছে হবে পেরেশানি * খালি হাতে আইলে তুমি কোমর বান্ধিয়া ॥ নাহক বিবীর হাতে যাইবে মরিয়া * বিবীর মরদমি বাত কি কব বয়ান ॥ দেও পরী ভুত ভাগে হয়ে পেরেশান * আলী বলে কহ তেরা বিবীকে যাইয়া ॥ নামেতে হজরত আলী পৌছিল আসিয়া ॥ কোমর বান্ধিয়া যেন নেকালে বাহির ॥ আসিয়া কদম বুছি করেন আলীর * নহেত যাইব আমি মহল ভিতরে ॥ উড়াইয়া দিব শির পয়জারে২ * উজীর শুনিয়া বাত যায় নেকালিয়া ॥ বিবীর হুজুরে কহে বয়ান করিয়া * শোন বিবী দরওাজা উপরে শাহা আলী ॥ কোমর বান্ধিয়া খাড়া হাত আছে খালি * তোমার মরদমি বাত কহিনু যাইয়া ॥ লানতান কত মোরে দিল শোনাইয়া * কহিল বিবীকে তেরা দেহ সমাচার ॥ আসিয়া কদম বুছি করুক আমার আর যত লানতান কহে মেরা আগে ॥ আমি না কহিতে পারি তোমার নজদিগে * শুনিয়া হানুফা বিবী উঠিল কুদিয়া ॥ কোমর বান্ধিয়া খাড়া গোর্জ্জ হাতে লিয়া * ছওয়ারির ঘোড়া তার করিল হাজির ॥ ছওয়ার হইয়া বিবী নেকালে বাহির * আলীর খাতেরে বিবী কহে হাঁক দিয়া ফের নেড়ে মরিবারে আইলে উঠিয়া * বাচিবার সাধ বুঝি না আছে তোমার ॥ এবার মরিবে নেড়ে হাতেতে আমার * আলী বলে শোন বিবী বলি যে তোমারে ॥ এবার করিব শাদী আল্লা যদি করে *

বিবী বলে এছা বাত কহয়ে নেড়িয়া॥ আমারে করিবে শাদী এই মুখ লিয়া * এই মুখে হবে তুমি আমার সোওামী॥ এক চড়ে সাধ তেরা মিটাইব আমি * আলী বলে শুন বিবী কহি তেরা ঠাঁই॥ এবার করিব শাদী হুকুমে ইলাই * সেবার পড়িয়া ছিনু ইলাহীর সাপে নহে কি আমার সাথে লড়ে কার বাপে * তুমি নাহি জান বুঝি মরদমি আমার॥ ইলাহীর শের আমি আলী জোরওয়ার * শোন বিবী মিছে কেন জঙ্গ কর তুমি॥ আগে এসে ধর পাও বলিয়া সোওামী * সোওামী বলিয়া তুমি বস মেরা বায়॥ কালেমা পড়ায়ে তুঝে ভেজি মদীনায় * একথা শুনিয়া বিবী আগ এয়ছা জ্বলে॥ গোস্বায় লইয়া তেগ মারিবারে চলে * খালি হাতে আলী শাহা কুদে হৈল খাড়া॥ রদ করে তেগ তার দিয়া হাত নাড়া * এয়ছা জোরে তেগ মারে কি কব বয়ান॥ পাষানে লাগিত যদি হৈত খান২ * দেখিয়া হানুফা বিবী ভাবে মনে২॥ খালি হাতে তেগ রদ করিল কেমনে * যাদুগীর হবে বুঝি কাজে গেল জানা নহে কি এমন তেগ সহে কোন জনা * দোছরা তলওয়ার ফের মারিল খেচিয়া॥ আলী শাহা তেগ তার ধরে সামটিয়া * তেগ ধরি এয়ছা টান মারে পাহালওান॥ ছেনাইয়া লিল তেগ বিবী পেরেশান * আলী শাহা গোস্বা ভরে সেই তেগ মারে॥ সেতাবী হানুফা বিবী ঢাল পাতে শিরে * তেগের জোরেতে তার কাটা গেল ঢাল॥ ধমকের চোটে দোন আঁখি হৈল লাল * আপনা দেলেতে বিবী বুঝিয়া বিপাক॥ গোর্জ্জ উঠাইয়া মারে হেঁকে বড় হাঁক * দেখিয়া হজরত আলী খোদায় ভাবিয়া॥ শির পরে গোর্জ্জ তার লিল সামালিয়া * শিরেতে লাগিয়া গোর্জ্জ ঠকরিয়া গেল॥ দেখিয়া হানুফা বিবী তাজ্জবে রহিল ফোলাদি ওজুদ এর কাজে গেল জানা॥ নহে কি এমন গোর্জ্জ সহে কোন জনা * আপনা দেলেতে বিবী এয়ছাই ভাবিয়া॥ ফাঁসির জিঞ্জির বিবী লিল নেকালিয়া * গলে লাগাইয়া ফাঁসি করে টানাটানি * ফাঁসির জিঞ্জির তার হৈল খান খানি * খান খান হৈয়া গেল ফাঁসির জিঞ্জির॥ দেখিয়া হানুফা বিবী হইল হাজির * ঘোড়া হৈতে নামে বিবী জমিন উপরে॥ খুব এক টান দিল দোন বাজু ধরে * দুই জনে টানাটানি করে বড় জোর॥ কেহ কারে নাহি পারে দোন বরাবর খেচাখেচি কসাকসি বহুত করিল॥ দুইজনে বরাবর কেহ না হারিল *

বিবী বলে শোন শাহা আরজ আমায়॥ বুঝিনু তোমারে তুমি বড় জোরওয়ার * কত ঠাঁই লড়ি আমি শহর ময়দানে॥ এয়ছা জোরওয়ার নাহি দেখি কোন খানে * কুস্তির লড়াই বিনে আর কিছু নাই॥ তিন শত ষাট বন্দ আছে মেরা ঠাঁই * আলী বলে বিবী তেরা যাহা দেলে চাহে সেই জঙ্গ কর আমি রাজি আছি তাহে * দাও কসে শাহাজাদী গরদান ধরিয়া॥ জোর করে আলী শাহা নিল ছেনাইয়া * যে দিগেতে দাও কসে বিবী হানুফায়॥ সেই দাও শাহা আলী নেকালিয়া যায় * এইরূপে তের রোজ লড়িল ময়দানে॥ আখেরে কহেন বিবী আলী পাহালওানে * কুস্তিগিরি যত বন্দ ছিল মেরা ঠাঁই॥ সকল আখের হইল আর কিছু নাই * আলী বলে এক বন্দ বাকি আছে আর॥ কোমরের দেওয়াল তুমি ধরনা আমার * দেওয়াল ধরিয়া খুব জোর কর তুমি॥ জানা যাবে বিবী তেরা যতেক মরদমি * তার পরে আমি তেরা ধরিব কোমর॥ এক দমে উঠাইব শিরের উপর * তুমি যদি পার বিবী উঠাইতে মোরে॥ নফর হইয়া রব তেরা বরাবরে * আমি যদি উঠাইব কি হইবে তার॥ এবাতে একরার বিবী দেহ আপনার * বিবী বলে তুমি যদি জিতো মোর তরে॥ ঈমান আনিব আমি তেরা দীন পরে * কালেমা পড়িয়া আমি হব মুসলমান॥ করিব খেদমত গিরি লেণ্ডির সমান * নহে তেরা দেলের মতলব চাহে যাহা॥ যাহা দেলে চাহে আমি রাজি আছি তাহা * এয়ছাই করার দোহে দেলেতে করিয়া॥ আলীর কোমর বিবী ধরিল কুদিয়া * কোমর ধরিয়া জোরে এয়ছাই খেচিল॥ দুনিয়াতে এয়ছা জোর কভু না করিল * দশ আঙ্গুলের শিরে চুয়ে পড়ে লহু॥ থর থর করে তার কাঁপে দোন বাহু * পছিনাতে সোরবোর এয়ছাই হইল॥ গায়ের কাবাই জামা ভিজিয়া চলিল * বহুত কোসেস করে হেলাইতে নারে॥ সরমেন্দা হইয়া বিবী রহে হেট শিরে কুদিয়া ধরিল আলী বিবীর কোমর॥ ইলাহী ভাবিয়া মর্দ্দি করে বড় জোর * বহুত কোসেস করে আলী পাহালওান॥ কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান * এইরূপে হুড়াহুড়ি করে মস্তহালে॥ বুকে২ মুখে২ ধরে গলে গলে * আপনাকে আছে বিবী বেহুশ হইয়া॥ ছাতির কাপড় তার গিয়াছে উড়িয়া * দেখিয়া হজরত আলী আশকে পুরিল॥ ছিনার উপর তার হাত ফেরাইল * সরমেন্দা হইয়া বিবী ওন্দা হৈয়া গেরে॥

উঠাইল আলী তারে শিরের উপরে * শির পরে ঘুমাইয়া ভালে জমি পর॥ দেখেন হানুফা বিবী দুনিয়া আন্ধার * কতক্ষণ বাদে বিবী হুশ যে পাইয়া॥ হেট শিরে রহে বিবী সরমেন্দা হইয়া * কহেন হজরত আলী শুন শাহাজাদী॥ নবীর কালেমা পড় দীন মোহাম্মদী * মোহাম্মদী দীন বিনে গতি নাহি আর॥ এই দীনে বান্ধ ভেলা যাতে হবে পার * কবুল করিল বিবী মোহাম্মদী দীন॥ আমিন আমিন বল যতেক মোমিন * আমিন আমিন বল যত দীনদার॥ কহে হীন আশ্রাফউদ্দিন জনাবে সবার *

* বিবী হানুফা হজরত আলীর নিকট
মুসলমান হয় *

পয়ার * কালেমা পড়িয়া বিবী হৈল মুসলমান॥ আকিদাতে এক মনে আনিল ঈমান * ঈমান আনিয়া বিবী মহলেতে যায়॥ আপনি হজরত আলী নেকা করে তায় * খোসাল মহল বিচে রহে দুই জনে॥ খাদেম আনিল খানা দোহার সামনে * কহেন হানুফা বিবী শোন আলম্পানা॥ তের রোজ ফাকা আছ খাও থোড়া খানা * বসিল হজরত আলী খানা খাইবারে॥ বিছমিল্লা বলিয়া খানা দেয় মুখ পরে * ইয়াদ হইল তার ফকিরের বাত॥ মুখ হইতে ফেরাইয়া রাখে সেই ভাত * দেখিয়া হানুফা বিবী কহে পাহালওানে॥ মুখের কেসমত শাহা রাখ কি কারণে * আলী শাহা কহে বিবী কহি যে তোমারে॥ এক মর্দ্দ ফাকা আছে রাহার উপরে * তাহার কারণে আমি আইনু নেকালিয়া॥ দেখাদেখি তের রোজ গেল গোজারিয়া * ইয়াদ হইল সেই বাত ফকিরের॥ এখাতেরে রাখি আজি কেসমত মুখের * তাহাকে রাখিয়া আমি যদি খানা খাব॥ আল্লার নজদিগে তবে গোনাগার হব * বিবী বলে রাস্তা বটে আল্লার ফরমান॥ ফকিরে রাখিয়া খানা খাওয়া যে হারাম * সেতাবি যাইয়া তারে আনে বোলাইয়া॥ আছুদা করিব তারে খানা খেলাইয়া * আলী বলে শুন বিবী কহি যে তোমারে সেই মর্দ্দ না আসিবে তোমার শহরে * জোলমাত শহরে যাব শুনহ ফরমান॥ আমি যে খাদেম তার নফর সমান * জোলমাত শহরে আমি তারে পৌছাইয়া॥ হায়াত থাকিলে বাকি আসিব ফিরিয়া * বিবী বলে শোন শাহা এ বড় প্রমাদ॥ কলঙ্ক হইল খালি না পুরিল সাধ

বড় গাছ দেখে আমি লিয়া ছিনু ছায়া॥ পাথরে ফেলিতে চাহ হইয়া নিদয়া * আওরতের হক্কে ভাই মরদ কেমন॥ পিঠ পরে ঢাল থাকে পাহাড় যেমন * দুঃখে সুখে কোন বাতে গম নাহি থাকে॥ সারা দিন বাদে যদি পতি মুখ দেখে * এ নব যৌবন মম তব এক্তেয়ার॥ ফেলিয়া যাইবে তুমি এ কোন বিচার * কহেন হজরত আলী শোন বিবীজান॥ নছিবের লেখা কভু না যায় এড়ান * যাহার নছিবে আল্লা লিখেছে যেয়ছাই॥ কভু না হইবে রদ হুকুম ইলাই * নছিবের লেখা বিবী তাহে নাহি চারা॥ বিদায় করিয়া দেহ যাব খাড়াঽ কান্দিয়া হয়রান বিবী পাগলের প্রায়॥ আশ্রাফউদ্দিন কহে বিবী ভাবনা খোদায় * খোদাকে ভাবিলে বিবী খোদা হবে সথা॥ আলবত্তা পতির সঙ্গে ফের হবে দেখা *

* বিবী হানুফার নিকট হইতে হজরত আলী
বিদায় হইয়া হজরত জিবরীলের
সহিত জোলমাতে যান *

পয়ার * কহেন হজরত আলী বিবীর খাতেরে॥ বিদায় করহ যাব জোলমাত শহরে * জোলমাত শহরে যাব ভারি আছে কাম॥ ফকিরের তরে দেহ থোড়া সরঞ্জাম * এক কুজা পানি বিবী দিল নেকালিয়া॥ আর দুই রুটী দিল রুমালে বান্ধিয়া * লইয়া হজরত আলী হইল রাহাদার॥ বিবী যে আপনা দেলে রহে বেকারার * ভাবিতে২ আলী রাহা পরে যায়॥ ফকিরের সাথে দেখা হয় কি না হয় * কি জানি পিয়াস জোরে পানি না পাইয়া॥ আর কোন রাহে সেই গেছে নিকালিয়া * ইলাহী মেহের যদি হয় মেরা পরে॥ ফকিরের দেখা পাব ময়দান উপরে * যদি নাহি ফকিরের সাথে দেখা হয়॥ কি বলে দেখাব মুখ যেয়ে মদীনায় * পুছিলে হজরত নবী কি জওয়াব দিব॥ আল্লার নজদিগে বড় গোনাগার হব * আলমে বদনাম হবে আখেরেতে গোনা॥ রাহা পরে যায় মর্দ্দ এয়ছাই ভাবনা * সেই ময়দানেতে গিয়া দেখে তাকাইয়া॥ সামনেতে পীর মর্দ্দ আছে দাঁড়াইয়া * ফকিরের পায় মর্দ্দ সালাম করিল॥ রুটী আর পানি মর্দ্দ নেকালিয়া দিল * নেকালিয়া দিয়া কহে শুন বুড়া পীর॥ পেরেশান ছিল জান তোমার খাতির * পাছে নাহি পানি বিনে বেজার হইয়া॥

আর কোন রাহে শাহা গেছে নেকালিয়া * জিবরীল কহেন বাবা পাহালওান মর্দ্দ ॥ তোমার খাতেরে মেরা দেলে ছিল দর্দ্দ * খালি হাতে নেকালিয়া গেছে পাহালওান ॥ আওরতের হাতে বুঝি হারাইল জান * আলী পাহালওান কহে শুনহ হজরত ॥ তের রোজ জঙ্গ করে সেইত আওরত * তের দিন জঙ্গ সেই করে মেরা সাথে ॥ আখেরে করিনু ফতে হুনুর হেকমতে * বহুত হেকমতে বিবী জোরেতে আসিয়া মুসলমান হইল বিবী কালেমা পড়িয়া * কালেমা পড়িল বিবী মুসলমান হৈল ॥ শাদীর করার বিবী কবুল করিল * আমিহ করিনু শাদী আপন করারে ॥ রুটী পানি দিল বিবী তোমার খাতেরে * এই রূপে দুই জনে বাত চিত কিয়া ॥ দুই রুটী খায় দোহে আছুদা হইয়া রুটী আর পানি দোহে খোসালে খাইল ॥ বিছমিল্লা বলিয়া দোহে রওয়ানা হইল * সেথা হৈতে কত দূর নেকালিয়া যায় ॥ সামনে দরিয়া নীল দেখিবারে পায় * দেখিয়া দরিয়া নীল ভাবে মনে২ ॥ এই যে দরিয়া পার হইব কেমনে * পীর মর্দ্দ বলে বাবা শোন পাহালওান ॥ দরিয়ার পারে আছে জোলমাত ময়দান * এমন দরিয়া নীল ওর নাহি যার ॥ নাও বেড়া কিছু নাহি কিসে হবে পার * আলী পাহালওান বলে ভাব পরওারে ॥ সেই যদি পার করে যাব পর পারে * এই রূপে বাত চিত দুজনে করিয়া ॥ দোয়া মাঙ্গে পাহালওান দস্ত উঠাইয়া * করিম কারসাজ তুমি আপনি করিম ॥ রাহিম রাহমান তুমি গাফুরোর রাহিম হাবীব সদিদ তুমি জলিল জাব্বার ॥ আজিজুল জালাল তুমি লতিফল খব্বার * কাদেরুল কাহার তুমি মালেকুল সাঁই ॥ তোমা বিনে তরাইতে আর কেহ নাই * কত ঠাঁই তরাইলে আপনি করিম ॥ এইবারে ঠেকিয়াছি মুস্কিলে আজিম * বারেক তরাও মোরে শোন পরওয়ার ॥ জোলমাত শহরে যাব দরিয়ার পার * তোমা বিনে পোস্ত পানা আর কেহ নাই ॥ এই দায়ে তরাইবে শুন মেরা সাঁই * হজরত আলীর দোয়া কবুল হইল ॥ আচানক এক কিস্তি আসিয়া পৌছিল * কুদরত ইলাহী কিস্তি পৌছিল আসিয়া ॥ আলী শাহা দেখে তাহা নজর করিয়া * নজর করিয়া কিস্তি দেখিবারে পায় ॥ হাজার শোকরানা ভেজে আল্লার দরগায় * আল্লার দরগায় দোন শোকরানা ভেজিয়া ॥

নায়েতে চড়িল গিয়া ইলাহী ভাবিয়া * নায়ের উপরে গিয়া ভাবে মনে২ দাঁড় মাঝি নাহি পার হইব কেমনে * জিবরীল কহেন আলী না ভাবিও আর ॥ আপনি ইলাহী আল্লা করিবেন পার * এতেক বলিয়া দোহে বৈসে এক ভিতে ॥ আপনি চলিল নাও ভাসিতে২ * আধা দরিয়ায় যবে যাইয়া পৌছিল ॥ বেহুশের নিন্দ পাহালওানে আইল * নিন্দের খোমারে ছিল আলী জোরওার ॥ পলকের বিচে কিস্তি হয়ে গেল পার পার ঘাটে লাগে নাও জিবরীল দেখিয়া ॥ দুরূদ শোকরানা ভেজে হস্ত উঠাইয়া * আলী পাহালওান উঠে ভেজিল শোকরানা ॥ আল্লার দরগায় পড়ে নামাজ দোগানা * নামাজ পড়িয়া দোহে উঠিল আড়ায় চলিল দক্ষিন মুখে ভাবিয়া খোদায় * এছা ভাতে কত দূর নেকালিয়া যায় ॥ দোছরা ছওয়াল যে আলীর আগে কয় * শোন মর্দ্দ এক বাত তেরা আগে কই ॥ শের আলী নাম তেরা রাখিয়াছে সাঁই * শের আলী নাম তেরা দুনিয়া বিচেতে ॥ দেও পরী ভুত ভাগে তোমার ডরেতে * এক বাত কহি তুঝে শুন দেল দিয়া ॥ হাজার আশরফি দেহ আপনা বেচিয়া * আপনা বেচিয়া দেহ হাজার মোহর ॥ আমিহ চলিয়া যাই আপনার ঘর * আর এক বাত আমি কহি যে তোমারে ॥ জোলমাতের বাদশাকে আনিবে দীন পরে * সামনেতে দেখা যায় জোলমাত ময়দান ॥ এইত মতলব মেরা শুন পাহালওান * কহেন হজরত আলী জিবরীলের তরে ॥ আমাকে বেচহ তুমি কোন সওদাগরে * নহেত এখানে আমি কোথা পাব মাল ॥ ফকিরের জাত আমি আপনি কাঙ্গাল এয়ছা করে দুই জনে যায় নেকালিয়া ॥ জোলমাত শহরে দোহে পৌছিল যাইয়া * আড়ে দিগে ষোল কোশ লস্করের ওর ॥ দেখেন হজরত আলী করিয়া নজর * সেই খানে ছিল এক সাধু সওদাগর * পৌছিল যাইয়া দোহে তার বরাবর * যাইয়া কহিল তারে শোন এক বাত ॥ খরিদা গোলাম এক আছে মেরা সাথ * খরিদা গোলাম মেরা ফেরে সাথে২ ॥ মালের দরকার মেরা হইল রাহেতে * এখাতিরে বেচি আমি গোলামের তরে ॥ বড় ওফাদার মর্দ্দ জান বরাবরে * তোমার খাহেস যদি হয় নামদার ॥ খরিদ করিয়া লেহ গোলামে আমার * আশ্রাফউদ্দিন কহে সাধু এ নহে গোলাম ॥ গোলামের পায়ে করি হাজার সালাম *

* হজরত আলীকে হজরত জিবরীল সাধুর কাছে বেচে *

পয়ার * শুনিয়া পীরের কথা কহিতে লাগিল ॥ গোলামের দাম কত মেরা আগে বল * পীর মর্দ্দ কহে শুন গোলামের দাম ॥ হাজার আশরফি লিব আছে মেরা কাম * হাজার আশরফি যেবা দিবে মোর তরে ॥ গোলাম বেচিব আমি তাহার খাতেরে * সাধু বলে পীর মর্দ্দ যে কহিলে তুমি ॥ গোলামের দাম এত কভু নাহি শুনি * খরিদা গোলাম কত আছে মেরা ঠাঁই ॥ তুমি যদি চাহ তবে তোমাকে দেখাই এত দামে গোলাম কিনিয়া লিব আমি ॥ কি কাম করিবে মেরা কহ দেখি তুমি * হাজার মোহরে হবে হাজার গোলাম ॥ তাহাদের হইতে মেরা হবে কত কাম * পীর মর্দ্দ কহে বাবা তোমারে সমঝাই ॥ এক সাল বকরি যদি চরে এক ঠাঁই * এক বাঘ আইসে যদি তাহাদের দলে কে কোথা ভাগিবে তার ঠেকানা না মেলে * দেখিলে গোলাম এক ভাগে শত কাগ ॥ এক মশালের জ্যোতে সরমেন্দা শও চেরাগ * এক চন্দ্র জগতে অন্ধকার হরে ॥ লক্ষ কোটি তারা দেখ কি করিতে পারে * এক আল্লা সখা যার দুনিয়া ভিতরে ॥ কি করিতে পারে তার নয় লাখ কুফরে * হাজার গোলাম তেরা যাহা না পারিবে ॥ চক্ষের পলকে মর্দ্দ সে কাম করিবে * এই উপদেশ সাধু কানেতে শুনিয়া ॥ হাজার মোহর তাহে দিল নেকালিয়া * লইয়া মোহর মর্দ্দ জিবরীল খোদার ॥ গায়েব হইয়া গেল হুকুম আল্লার * রহিল হজরত আলী জোলমাত মাঝারে ॥ নও খরিদা নাম তার রাখে সওদাগরে * নও খরিদা নাম হৈল হজরত আলীর ॥ এক রোজ কহে সাধু আলীর খাতির * থোড়া লাকড়ি আন তুমি জঙ্গলে যাইয়া ॥ বাদশার লস্করে রসদ দিব যে ভেজিয়া * শুনিয়া হজরত আলী নেকালিয়া গেল ॥ আজিম দরক্ত এক উখারিয়া লিল * আড়ে দিকে চারি কোশ জুড়ে তার ডালি ॥ সেই গাছ লিল মর্দ্দ কান্ধে করে তুলি * লইয়া চলিল মর্দ্দ শহরের পানে ॥ শহরিয়া লোকে দেখে ভাবে মনে মনে * না জানি এ কোথা হইতে আইল বালাই ॥ এত দিনে জোলমাতেতে না দেখি ভালাই * এয়ছা মর্দ্দ জোলমাতে ঢুড়িলে নাহি মেলে ॥ গাছ তোলা বাজ রহে এক ডালি তোলে * এক ডালি ফেকে যদি মারে এই মর্দ্দ ॥

বিশ শত পাহালওানে করে দিবে গর্দ্দ * দেখিয়া সে সওদাগর তাজ্জবে রহিল ॥ এয়ছা গাছ নও খরিদা কেমনে আনিল * না হবে আদম জাত কাজে গেল জানা ॥ পাতালের দেও বুঝি ভেজিল রাব্বানা * কুদরত ইলাহীর কিছু ভেদ বুঝা ভার ॥ মউত পৌছিল বুঝি গদাই বাদশার * আরবের আলী বিনে এয়ছা পাহালওান ॥ ঢুড়িলে না মিলিবেক এ সারে জাহান * পাতালের দেও কিম্বা সেই মর্দ্দ হবে ॥ ভালা বুরা কিছু দিন পরে জানা যাবে * এই সব ভাবা গোণা দেলেতে করিয়া ॥ আলীর খাতেরে লিল ছাতি লাগাইয়া * এস এস পাহালওান নাহি জানি আমি ॥ না জেনে করেছি গোনা মাফ কর তুমি * না জেনে গোলাম বলে করিছি এনকার ॥ এই সব বাতে আমি আছি গোনাগার নও খরিদা নাম আমি না জেনে রেখেছি ॥ না জেনে জঙ্গল বিচে তোমাকে ভেজেছি * শুনিয়া কহেন আলী শোন সওদাগর ॥ খরিদা গোলাম আমি তোমার নওকর * এয়ছা বাত কহ তুমি কিসের খাতেরে ॥ এই কামে আছি আমি তোমা বরাবরে * সওদাগর বলে বাবা শোন পাহালওান ॥ জান বরাবর তুমি বাপের সমান * যতেক গোলাম মেরা আছে তাবেদার ॥ আজ হৈতে যত কিছু তেরা এক্তেয়ার তোমাকে সুপিনু আমি যতেক গোলাম ॥ রোজ২ জোগাইবে রসদের কাম * সেই গাছ লিয়া আলী হাতেতে ফাড়িয়া ॥ বাদশার লস্করে দিল রসদ ভেজিয়া * এইরূপে কত দিন গোজারিয়া গেল ॥ সেই বাত জোলমাতেতে জাহের হইল * ছওদাগর লইয়াছে খরিদা গোলাম ॥ নাহি দেখি পাহালওান তাহার সমান * আজিম দরক্ত মর্দ্দ জঙ্গলে থাকিয়া ॥ আপনার পাঞ্জা জোরে ডালে উখাড়িয়া * সেই গাছ আনে মর্দ্দ কান্ধেতে করিয়া ॥ তামাম লস্করে দেয় রসদ বাটিয়া * সেই বাত বাদশা আগে জাহের হইল ॥ শুনিয়া গদাই বাদশা কহিতে লাগিল * আপনার লোক মর্দ্দ করেন ফরমান ॥ সেতাবি চলিয়া যাহ সাধুর মোকাম * যাইয়া কহিবে তুমি সাধুর নজদিগে ॥ সেই মর্দ্দ লিয়া যেন আইসে মেরা আগে * শুনিয়া চলিল তার মসলত উজীর ॥ যাইয়া সাধুর কাছে হইল হাজির * বাদশার হুকুম যাহা শোনাইল তারে ॥ ইয়াদ করিল বাদশা তোমার খাতেরে * নও খরিদা নাম যার তাহাকে লইয়া ॥ বাদশার দরবারে কাল পৌছিবে যাইয়া *

এঁয়ছাই কহিয়া তারে মছলত উজীর॥ বাদশার দরবার বিচে হইল হাজির ※ রাত সোবে হইয়া গেল বেহান হইতে॥ সওদাগর আলীর আগে লাগিল কহিতে ※ তলব করিল বাদশা তোমায় আমায়॥ যাইতে হইবে বাবা কি করি উপায় ※ আলী বলে চল যাব ডর কিবা তার॥ বেজায় কহিলে বাত মারিব পয়জার ※ এয়ছাই কহিয়া দোহে রাহাগীর হৈল॥ বাদশার হুজুরে দোন যাইয়া পৌছিল ※ আদব রাখিয়া সাধু হৈল গিয়া খাড়া॥ সালাম জানায় সাধু হস্ত করে জোড়া ※ বাদশাজাদা ছালামত কোন আজ্ঞা পাই॥ কাহেকো তলব শাহা কহ না আমায় ※ দেখিয়া হজরত আলী গদাইর তরে॥ লানত ভেজিল তার আক্কেল উপরে এই গিধি মালাউন কাফের শয়তান॥ দাড়ি মোড়া দেখি এরে বড়ই বেঈমান ※ দোন আখি লাল করে রহে তাকাইয়া॥ দেলে ডরাইল সবে আলীকে দেখিয়া ※ মছলত উজীর তার মালুম করিল॥ এই বুঝি আলী শাহা দরবারে আইল ※ দহসত খাতেরে কিছু কহিতে নাপারে॥ গরম নজর দেখে রহে হেট শিরে ※ জোড় হাতে কহে সাধু বাদশার খাতির॥ কাহেকো তলব মুঝে কহ জাহাঁগীর ※ বাদশা বলে এখাতেরে ডাকিনু তোমায়॥ নও খরিদা পাহালওানে দেহনা আমায় ※ শুনেছি লোকের মুখে বড় পাহালওান॥ মদীনাতে আলী আছে তাহার সমান ※ সাধু বলে আলম্পানা কহিতে ডরাই॥ হাজার আরশফি দিয়া কিনেছি সেপাই ※ মেরা তাবেদার আছে যত পাহালওান॥ কেহ না হইবে এর পশম সমান ※ এক লক্ষ পাহালওান যে কামে হারিবে॥ একেলা যাইয়া মর্দ্দ ফতে করে দিবে ※ আপনার খুশীতে নারি ছাড়িয়া যে দিতে॥ জোরে ছেনাইয়া লিলে পারি কি করিতে ※ মুল্লুকের বাদশা তুমি শোন নামদার॥ জান মাল যত কিছু তেরা এক্তেয়ার বাপ যদি তেগ ধরে বেটার উপরে॥ জননী জহর দিলে কি করিতে পারে ※ বাদশা হয়ে তুমি যদি কর অবিচার॥ দোছরা কাহার হাতে আছে এক্তেয়ার ※ বাদশা বলে জুলুম না করি তেরা পরে॥ খুশীতে খরিদ করে লিব যে তাহারে ※ হাজার মোহর দিয়া কিনিয়াছ তুমি॥ দুই হাজার মোহর দিতে চাহি যে আমি ※ দুই হাজার মোহর দিয়া খরিদ করিব॥ তিন ছওয়ালের বাদে ফের তুঝে দিব ※ তিন ছওয়ালের যে জওয়াব পৌছাইয়া॥ যেথা জিউ চাহে তার যাইবে চলিয়া ※

ছওদাগর কহে তবে আলীর খাতিরে॥ আজ হৈতে রহ তুমি বাদশার দরবারে * কি তিন ছওয়াল বাদশা কহিবে তোমায়॥ পুরা করে যাবে তুমি যেথা জিউ চায় * তোমার উপরে মেরা দাওয়া কিছু নাই॥ খরিদ করিয়া বাদশা লিল মেরা ঠাঁই * এতেক বলিয়া সাধু মোহর লইয়া॥ বিদায় হইয়া গেল দরবার ছাড়িয়া * মোহর লইয়া সাধু ঘরে চলে যান রচে হীন আশ্রাফউদ্দিন আলীর গোলাম *

* হজরত আলীকে সওদাগর গদাই বাদশার নিকট বেচে ও হজরত আলী নীল দরিয়ায় পুল বান্ধিয়া বাদশার তিন ছওয়াল পুরা করিবার বয়ান *

পয়ার * বিদায় হইয়া সাধু চলে গেল ঘরে॥ রহিলেন আলী শাহা বাদশার দরবারে * আলী বলে শুন শাহা কহি যে তোমায়॥ কি তিন ছওয়াল তেরা কহনা আমায় * বাদশা বলে শুন বাবা কহি যে তোমাকে॥ তিন ছওয়ালের বাত কহি একে২ * পহেলা ছওয়াল এক জঙ্গলে যাইয়া॥ আজিম আজদাহা এক ডালিবে মারিয়া * দোছরা ছওয়াল এই নীল দরিয়ার॥ পুল বেন্ধে দিবে মোরে শোন সমাচার * তেছরা ছওয়াল মেরা মদীনাতে গিয়া॥ হজরত আলীর তরে আনিবে বান্ধিয়া * এই তিন ছওয়াল মেরা পুরা যে করিয়া॥ যেখানেতে জীউ চাহে যাহ না চলিয়া * আলী বলে আগে আমি আজদাহা মারিয়া॥ পহেলা ছওয়াল তেরা দিব পুরাইয়া * তার পরে দরিয়ার পুল বানাইব॥ তাহা বাদে মদীনার আলীকে আনিব * এয়ছাই কহিয়া মর্দ্দ যায় নেকালিয়া॥ এক হাঁক মারে সেই জঙ্গলে যাইয়া * হাঁকের আওয়াজে সেই আজদাহা বেপির॥ মুখ পাসরিয়া গিধি হইয়া বাহির আলীকে দেখিয়া মুজি দম খেচে লয়॥ নিশ্বাসের জোরে আলী পেটেতে সান্ধায় * পেটে সান্ধাইল আলী করে এয়ছা জোর॥ ছটফট করে গিধি হইয়া ফাপর * আখেরে ফাড়িয়া পেট বাহিরে আইল॥ মরিল আজদাহা গিধি ছওয়াল পুরিল * কাটিয়া লইল শির গেল নেকালিয়া বাদশার দরবারে দিল দাখেল করিয়া * শির দেখে শাহাজাদা হইল পেরেশান॥ কেমনে মারিল এছে এই পাহালওান * না হবে আদম জাত কাজে গেল জানা॥ মালেকেল মউত বুঝি ভেজিল রাব্বানা * নহে কি আজদাহা মারে যোগ্যতা কাহার॥ আজিম পাহাড় হেলে নিশ্বাসে যাহার

নিশ্বাস মারিত গিধি জঙ্গলে থাকিয়া॥ আজম দরক্ত কত দিত গেরাইয়া * পালে২ হাতি ঘোড়া হইয়া কাতর॥ নিশ্বাসে গিরিত তার পেটের ভিতর * সেই বুঝি মারা গেল ঘুচিল বালাই॥ শহরের লোক শুনে খোসাল সবাই * সেথা হৈতে আলী শাহা বিদায় হইয়া॥ পুল বান্ধিবারে মর্দ্দ যায় নেকালিয়া * দরিয়ার ধারে গিয়া দেখে তাকাইয়া॥ ওছল মারিয়াছে পানি লহর বান্ধিয়া * আড়ে ষোল কোশ দেখে দরিয়ার ওর॥ চলিল হজরত আলী পাহাড় উপর * আজিম পাহাড় এক সামনে মিলিল॥ বিছমিল্লা বলিয়া শাহা উঠাইয়া লিল * কান্ধে করি লিয়া শাহা চলে রাহাপর॥ বাদশার লস্কর দেখে কাঁপে থর২ * সেই পাহাড় লিয়া আলী বিছমিল্লা বলিয়া॥ দরিয়ায় পরে দিল পুল বানাইয়া * লম্বায় আঠারো কোশ ছিল সে পাহাড়॥ দরিয়ার উপরে রাখে পুল বরাবর * পুল বেন্ধে আলী শাহা ফিরিয়া চলিল॥ বাদশার দরবারে গিয়া কহিতে লাগিল * তৈয়ার হইল পুল দেখ তাকাইয়া॥ দোছরা ছওয়াল তেরা আইনু পুরিয়া * শুনিয়া চলিল বাদশা পুল দেখিবারে॥ আপনা লস্কর যত লিয়া সাথে করে * দরিয়া কেনারে গিয়া দেখে তাকাইয়া॥ আজিম পাহাড়ে দিল পুল বানাইয়া * পুল দেখে শাহাজাদা হইল খোসাল॥ মাত্তার সিন্দুক যেন পাইল কাঙ্গাল * বাদশা বলে শোন বাবা পাহালওান মর্দ্দ॥ পুল বানাইয়া যেয়ছা ঘুচাইলে দর্দ্দ * এইবার দেহ তুমি আলীকে বান্ধিয়া॥ তারপরে যেথা জিউ যাইবে চলিয়া * আলী বলে আপনার দরবারে যাহ তুমি আলীকে বান্ধিয়া লিয়া পৌছাইব আমি * শুনিয়া গদাই বাদশা চলিল দরবারে॥ বার দিয়া বসে আছে তক্তের উপরে * তার পরে আলী শাহা মতলব করিয়া॥ আপনার হাত বান্ধে আপে রশি দিয়া * কুদিয়া হইল খাড়া দরবার বিচেতে॥ দেখিয়া গদাই বাদশা লাগিল পুছিতে * আলীকে আনিতে গেলে মদীনা শহরে॥ আপনার হাত বান্ধা কিসের খাতেরে * কে বান্ধিল হাত তেরা কহ পাহালওান॥ এখনি ধরিয়া তার মারিব গরদান * আলী কহে শোন বাদশা কহি যে তোমারে॥ আলী যে আমার নাম মদীনা শহরে * মদীনা শহরে ঘর শের আলী নাম॥ দেউল দোহারা তোরা এই মেরা কাম * মুল্লুকে মুল্লুকে আমি এই কামে ফিরি॥ হিন্দু লোকে জোরে ধরে মুসলমান করি *

আপনা খুশীতে যেবা ঈমান আনিয়া॥ দীনকে কবুল করে কালেমা পড়িয়া * তাহাকে শুপিয়া দেই সেই তক্ত তাজ॥ মদীনা শহরে দেয় ভেজিয়া খেরাজ * এইরূপে কবজ করিনু কত ঠাঁই॥ সে সব মুল্লুকে ফেরে আমার দোহাই * তুমি বাদশা মালাউন জাতে যে ইহুদী॥ পড়হ নবীর কালেমা দীন মোহাম্মদী * দীনদার মোহাম্মদ দীনের সরদার॥ তাহার নামের গুণে হয়ে যাবে পার * এতেক বচন যদি গদাই শুনিল শুখনা জঙ্গলে যেন আগ লাগাইল * কাটা ঘায়ে যেন কেহ নুন দিল ঢেলে॥ বারুদের ঘরে যেন আগ দিলে জ্বলে * দোন আঁখি লাল করে দাঁতে২ চাপে॥ গোস্বায় ওজুদ তার থর থর কাঁপে * আপনার লোকে গিধি করিল ইসারা॥ এই নেড়ে মুসলমানে ঘের খাড়া২ * ইসারা বুঝিয়া তার আলী পাহালওান॥ কুদিয়া দরবার হৈতে নেকালিয়া জান * আপনার দুই হাতের বান্ধন খুলিয়া॥ কুদিয়া হইল খাড়া পাথর হইয়া চারি দিগে ঘেরে গিয়া কুফর লস্করে॥ মাঝ খানে আলী শাহা ভাবে পরওয়ারে * তুমি আল্লা করিম কারসাজ সর্ব্ব ঠাঁই॥ তোমা বিনে পানা দিতে আর কেহ নাই * খালি হাতে আছি আমি ময়দান উপরে॥ চৌদিকে ঘিরিল মোরে কুফর লস্করে * শের আলী নাম মেরা রাখিয়াছ সাঁই॥ কুফরের হাতে যেন সরমেন্দা না পাই * সরমেন্দা না হই যেন কুফরের হাতে॥ এ বাতে কলঙ্ক বড় হবে তেরা জাতে * আশ্রাফউদ্দিন কহে আল্লা পরওয়ার॥ তোমা বিনে ত্বরাইতে কেহ নাই আর * আমার আওলাদ আর আমি এ অধীনে॥ ত্বরাইয়া লিবে আল্লা হিসাবের দিনে *

ত্রিপদী * হজরত আলীর দোয়া, দরগায় পড়িল রওা, আপনি মদদ হৈল সাঁই॥ জিবরীলে ডাকিয়া কয়, যাহ তুমি মদীনায়, খবর পৌছাও ফাতেমায় * শের আলী আছে মেরা, কুফরের হাতে ঘেরা, ঘোড়া জোড়া সঙ্গে নাহি তার॥ ফাতেমারে আওয়াজ দিয়া, দেহ সব নেকালিয়া, যায় যেন জোলমাত মাঝার * কাহবে যে ফাতেমারে, তিনি যেন দোয়া করে, ফতে পায় আলী পাহালওান॥ জবতক না আইসে ফিরে, দোগানা নামাজ পড়ে, তার জোরে পাইবে আছান * জেম্নাবক্ত যত তার, জুলফিক্কার তেগ আর, দুল দুলের জিন বন্দী কিয়া॥ যেখানে ছওয়ার তেরা, কুফরের হাতে ঘেড়া,

টুড়ে লেহ জোলমাত যাইয়া * জিবরীল শুনিতে পায়, সেতাবি চলিয়া যায়, মদীনাতে পৌঁছিল যখন ॥ নামাজ পড়িয়া বিবী, ইলাহী আলমীন ভাবি, শুয়ে ছিল নিন্দে অচেতন * জিবরীল মহলে গিয়া, চারিদিকে তাকাইয়া, দেখে বিবী পালঙ্গে শুইয়া ॥ নজদিগে যাইয়া তার, কয় যত সমাচার, শুনে বিবী উঠে চমকিয়া * খোওয়াব দেখিয়া বিবী, ইলাহী আলমীন ভাবি, চারিদিকে করেন নজর ॥ চারিদিকে রয় চেয়ে, কাহার না দেখা পেয়ে, ভাবে বিবী হইয়া কাতর * তাক পরে দুধ ছিল, সেতাবি দেখিতে গেল, দেখে দুধ নিজ রঙ্গ ছাড়িয়া ॥ আলী মুছিবতে পড়ে, দুধ নিজ রঙ্গ ছেড়ে, গেছে দুধ নিল রঙ্গ হইয়া * দেখিয়া ফাতেমা বিবী, ইলাহী আলমীন ভাবি, জিন বন্দি করিল ঘোড়ার ॥ জেন্নাবক্ত পোষ আর, জুলফিকার তেগ তার, তুলে দিল পিঠের উপর শিরে মুখে বোছা দিয়া, কহে তারে বুঝাইয়া, শোন বাবা যাও নেকালিয়া ॥ যেখানে ছওয়ার তেরা, কুফরের হাতে ঘেরা, ঢুড়ে লেহ জোলমাতে যাইয়া * আলী যে ছওয়ার তেরা, জোলমাতের বিচে ঘেরা, কুফর করিছে তারে বন্দ ॥ সেতাবি চলিয়া গিয়া, লাথে দাঁতে গেরাইয়া, কুফরে লাগাবে খুব ধন্দ * এয়ছাই কহিয়া বাত, উঠাইয়া দোন হাত, দোয়া মাঙ্গে ভাবিয়া খোদায় ॥ দুল দুল ভেজিনু আমি রাহা তঙ্গ কর তুমি, তবেত সেতাবি চলে যায় * শুনিয়া বিবীর জারি আপনি আরশে বারি, জমিনের মালেককে ডাকিল ॥ আলীর খাতেরে তুমি, দাওন সামটি জমি, ফাতেমার হুকুম হইল * বিবীর খাতেরে পরে, জমি আপনার তরে, দাওন সামটি রহে খাড়া ॥ কয়েক ঘড়ির বিচে, হজরত আলীর কাছে, পৌঁছিল দুল২ নামে ঘোড়া * অধীন আশ্রাফ কহে, প্রিয়া যার সখা রহে, বল তারে কিসের ভাবনা ॥ প্রিয়া যারে সদা চায়, সেহ সোহাগিনী হয়, নাই তার বিচ্ছেদ যাতনা *

* গদাই বাদশার সহিত হজরত আলীর লড়াই ও গদাই বাদশা মারা যাইবার বয়ান *

পয়ার * খোওাব দেখিয়া বিবী উঠে চমকিয়া ॥ তাক পরে দুধ ছিল দেখে তাকাইয়া * তাকাইয়া দেখে বিবী দুধের পেয়ালা ॥

আপনার রঙ্গ দুধ হয়ে গেছে নিলা * নিলা রঙ্গ দুধ যদি নজরে দেখিল ॥ দুল২ উপরে বিবী জিন বন্দী কৈল * জেন্নাবক্ত জুলফিকার পিঠ পরে দিয়া ॥ কহিল দুল২ তুমি যাহ নেকালিয়া * তোমার ছওয়ার আছে জোলমাত শহরে ॥ কুফরে রেখেছে তারে চারিদিকে ঘিরে * ঘেরা তলে আছে মর্দ্দ আলী পাহালওান ॥ তোমার খাতেরে সেহ আছে পেরেশান * পেরেশান আছে মর্দ্দ তোমার খাতেরে ॥ যাইয়া খবর লেহ জোলমাত শহরে * জুলফিকার তেগ আর তোমাকে পাইলে ॥ কুফরে করিবে জের আপনার বলে * আল্লার মেহের আছে আলীর উপরে ॥ যেথা যায় ফতে পায় কোথাও না হারে * দেও পরী ভুত ভাগে ডরেতে তাহার ॥ কত জোর রাখে সেই কুফর গাঁওার * আমি মোনাজাত করি আল্লার দরবারে ॥ ফতে যেন পায় আলী জোলমাত শহরে * আর মোনাজাত করি শোন কহি তাহা ॥ ঘড়ি একে যাবে তুমি ছয় মাসের রাহা * শুনিয়া দুল দুল ঘোড়া উঠিল কুদিয়া ॥ এক লাফে কত দূর যায় নেকালিয়া * দেখিতে২ ঘোড়া গায়েব হইল ঘড়ি এক বিচে গিয়া জোলমাতে পৌঁছিল * জোলমাতের চারিদিকে নীল নামে নদী ॥ তাহার কেনারে ঘোড়া পৌঁছিলেক যদি * দেখিল নদিয়া নীল পানির তুফান ॥ কেমনে হইবে পার ভাবে ছোবহান * ইলাহী ভাবিয়া ঘোড়া ফেরেন কুদিয়া ॥ ছামনেতে পুল বান্ধা দেখে তাকাইয়া * সেই পুল দিয়া ঘোড়া পার হয়ে গেল ॥ কুফর লস্কর খাড়া দেখিতে পাইল * কুদিয়া পড়িল গিয়া কুফর লস্করে ॥ কত লোকে লাথে দাঁতে ভেজে যম ঘরে * বাকি লোক যত ছিল চৌদিকে ঘিরিয়া ॥ ভাগিয়া চলিল সবে জান বাচাইয়া * কোশাদা পাইয়া রাহা দুল দুল চলিল ॥ হজরত আলীর কাছে যাইয়া পৌঁছিল * দেখিয়া হজরত আলী খুশীতে ভরিল ॥ জুলফিকার তেগ মর্দ্দ নেকালিয়া লিল জেন্নাবক্ত তুলে দিল ওজুদের পরে ॥ কুদিয়া ছওয়ার হৈল দুল২ উপরে চার ধার তলওারের নাম জুলফিকার ॥ হেকে শাহা কুফর উপরে দিল মার * এক চোটে কত শত গেরাইয়া দিল ॥ কলার বাগান যেন ঝড়েতে গিরিল * লহু নদী বহিয়া আইল যেন বান ॥ লাল রঙ্গ হয়ে গেল জোলমাত ময়দান * ময়দানে লহুর ঢেউ গদাই দেখিয়া ॥ তক্তের উপরে পরে বেহুশ হইয়া * উজীর আছিল খাড়া দেখিবারে পায় ॥

সেতাবি যাইয়া মর্দ্দ উঠায় বাদশায় * মুখে পানি দিয়া তার হুশ করাইল॥ দেলাসা করিয়া বাত কহিতে লাগিল * আপনা হিম্মত খুব বান্ধ আপনায়॥ বে হিম্মত হজিমত কেতাবেতে কয় * হিম্মত করিলে কম ফতে নাহি হবে॥ নাহক আলীর হাতে জান হারাইবে * হিম্মত বান্ধিয়া চল তুমি আমি যাই॥ এক সাথ হয়ে চল তামাম সেপাই * তামাম সেপাই মিলে একত্র হইয়া॥ একেবারে চল যাই কোমর বান্ধিয়া * এক বাত বলি আমি শোন দেল দিয়া॥ আলীর সঙ্গেতে মিল আছুদা হইয়া * শুনিয়াছি শের আলী বড় পাহালওান মুল্লুকেতে কেহ নাহি তাহার সমান * শুনেছিনু লোক মুখে যেয়ছা হকিকত॥ নজরে দেখিনু আমি সব আলামত * লড়াই ঝগড়া যত সব দেহ ক্ষমা॥ এক ভাবে পড় তুমি নবীর কালেমা * মিলিয়া আলীর সাথে কালেমা পড়িয়া॥ সুখেতে বাদশাই কর তক্তেতে বসিয়া * ইহা হৈতে নেক ছলা কিছু দেখি নাই॥ আপনা আক্কেল মত বুঝাইনু ভাই বাদশা বলে জান মেরা কি কাম করিবে॥ আজ মরি কাল মরি মরিতে হইবে * আপনার দীন ছেড়ে বে-দীন হইয়া॥ কি কাম দেখিবে জান কহ বুঝাইয়া * এতেক হুরমত মেরা লোক মাঝে আছে॥ কেমনে দেখাব মুখ তাহাদের কাছে * যদি শুনে গদাই হইল মুসলমান॥ শুনিলে হাসিবে লোক তামাম জাহান * বাদশা বলিয়া কেহ না করিবে ডর॥ আখেরে ছিনিয়া লিবে জোলমাত শহর * যায় যাবে জান যাবে সেই বড় ভালা॥ কোমর বান্ধিয়া চল করি মোকাবেলা * উজীর কহেন শাহা যে হুকুম হয়॥ যাহা বল তাহা করি রাজি আছি তায় * বাকি যত লোক ছিল লস্কর বাদশার॥ কোমর বান্ধিয়া সবে হইল তৈয়ার * ময়দানে চলিল সবে করিয়া পয়তারা॥ ধু ধু শব্দে বাজে কত লড়াই নাকারা * ভেউর করনাল বাজে রাম সিঙ্গাবেনু॥ আর মুনির বাজা শুনে জুড়াইল তনু * আর তার বিচে বাজে নওবত ঝাঝোরা॥ পায়২ চলে সবে করিয়া পায়তারা * হেথা সে হজরত আলী বেহদ্দ কাটিয়া॥ লহুর তুফান বিচে ফেরে সাতারিয়া * এমন সময় দেখে করিয়া নজর॥ চৌদিকে আসিয়া ফের ঘিরিল কুফর * কুফর ঘিরিল যদি চৌদিকে আসিয়া॥ এক হাঁক মারে মর্দ্দ ইলাহী ভাবিয়া * গদাই কুফর কাঁপে ভয়ে থর থর॥ উজীরের তরে কহে কহনা খবর *

আদমের হাঁক কিবা আসমানের বাজ ॥ বুঝিতে না পারি এই কিসের আওয়াজ * উজীর আরজ করে শুন আলম্পানা ॥ হজরত আলীর হাঁক হাঁকে গেল জানা * আরবেতে থাকে আলী শের আলী নাম ॥ ইহাকে হায়দরী হাঁক বখ্‌শীল সোবহান * সেই হাঁক হাঁকে মর্দ্দ আসমান তাকিয়া ॥ ইহার বয়ান শাহা শুন দেল দিয়া * জমিনে থাকিয়া যদি হাঁকে পাহালওান ॥ ষোল কোশের লোক শুনে হয়ে পেরেশান * হাঁকের আওয়াজ এক যায় ষোল কোশ ॥ কানে তালা লাগে শুনে হয়ত বেহুশ * দেও পরী ভুত ভাগে মুল্লুক ছাড়িয়া ॥ ভাল চাহ মিল তুমি কালেমা পড়িয়া * বাদশা বলে তোমরা সকলে যাহ ফিরে ॥ একেলা লড়িব আমি আলী বরাবরে * যে থাকে নছিবে মেরা হইবে তাহাই ॥ বুঝিনু আখেরে তোরা হবে বেওফাই * নেমক হালাল যেবা হয় দুনিয়া পরে ॥ জান দিতে রাজি থাকে মনিব খাতেরে * বেওফা নফর তোরা নেমক হারাম ॥ আখেরেতে দাগা দিবি বুঝিনু নিদান * উজীর কহেন শাহা গোস্বা হইলে তুমি ॥ ভালা বিনে বুরা ছলা নাহি দিব আমি * বাদশার দরবারে থাকে মছলত উজীর ॥ নেক ছলা দেয় সেই বাদশার খাতির * উজীর হইয়া যেবা করে বদকাম ॥ আখেরেতে গোনাগার আলমে বদনাম * যে হয় উচিত সাজা রাজি তায় হব ॥ যদি জান্ যায় তবু পিছে না হটিব * তবে এক ছলা আছে শুন মেহেরবান ॥ যাহাতে মরিবে আলী হয়ে পেরেশান * ছাড়িয়া তলওয়ার ঢাল তীর ফলি লিয়া চারিদিকে হৈতে মার পেসানি তাকিয়া * এয়ছাই মতলব করে তামাম কুফর ॥ আসিয়া পৌঁছিল আলী বান্ধিয়া কোমর * কোমর বান্ধিয়া আলী আসিয়া পৌঁছিল ॥ ছাগলের পালে যেন বাঘ সান্ধাইল * এক পাল বকরি যদি চড়ে এক ঠাঁই ॥ এক বাঘ আসে যদি কেহ ঠেকে নাই কে কোথায় ভাগিবে তার নাহি পায় পথ ॥ সোরসার হৈল যেয়ছা রোজ কেয়ামত * বাদশা উজীর দোহে মছলত করিয়া ॥ এক পাশে রহে খাড়া দাও ঠাহরিয়া * থোড়াই লস্কর তার সাথে২ ছিল ॥ বাকি লোক যত তার ভাগিয়া চলিল * পিছে২ আলী শাহা গেল নেকালিয়া পিছে হৈতে মারে তীর কুফর খেচিয়া * দেখিয়া হজরত আলী পিঠে সামলিল ॥ কুদে গিয়া কুফরের দলেতে পড়িল * খেচিল তলওয়ার যেই নাম জুলফিকার ॥ এক চোটে কেটে পড়ে হাজার হাজার *

নামেতে দুল দুল্দুল ঘোড়া এয়ছা জোর ধরে ॥ এক ঠাঁই থাকে নাই চাক এয়ছা ঘোরে * ঝাকে২ তীর মারে কুফর খেচিয়া ॥ দুল২ করিল রদ কুদিয়া২ * এই রূপে তামাম হইল যত তীর ॥ কুফর ফাপর হয় নাহি হয় স্থির * ভাবিতে লাগিল সবে জান বাচাইয়া ॥ ঘিরিল হজরত আলী ঘোড়া বেড়ি দিয়া * আড়ে ওড়ে জোড়ে ঝাড়ে কেহ লুকাইল কেহবা লহুর বিচে ভাসিয়া চলিল * কেহবা মোরদার বিচে মোরদার হইয়া ॥ কাটা ধর বিচে রহে মুখ ছাপাইয়া * কেহ গিয়া দস্ত জোড়ে সালাম করিয়া ॥ সামনে হইল খাড়া দাঁতে কুটা দিয়া * কেহ বলে আলম্পনা জিউ আম্মা পাই ॥ নবীর কালেমা পড়ে মুসলমান হই * আলী বলে কোথায়ে গদাই মালাউন ॥ এখনি পাইলে তারে করে ডালি খুন * তারা বলে এই রাহে গেছে নেকালিয়া ॥ বাদশা উজ্জীর তারা দুজনে মিলিয়া * জোলমাতের কেল্লা আছে ফালানা পাহাড়ে ॥ সেথা না যাইত গিধি আজদাহার ডরে * হামেসা দুশমন ছিল আজদাহা তাহার ॥ সেই সাপ মারা গেছে হাতেতে তোমার * জানা গেল লড়াইর বিপাক দেখিয়া ॥ সেইখানে গিয়া দোহে আছে লুকাইয়া * দুশমন বলিয়া সেথা কিছু নাহি ডরে ॥ কেহ না যাইতে পারে জোলমাত মাঝারে * জোলমাতের কেল্লা সেই কেরামত ধরে ॥ এক ঘর আছে সেই কেল্লার ভিতরে * এয়ছাই আন্ধার তার কি কব বয়ান ॥ কেহ না করিতে পারে তাহার সন্ধান * এক লক্ষ লোক যদি রহে তার বিচে কেহ না মালুম পায় কে কোথায় আছে * এয়ছাই তুফান তাহে কি কব বয়ান ॥ রোজ কেয়ামত যেন করেছে ছোবহান * সোর সারাবত এয়ছা কান পাতা ভার ॥ দোজখের আজাব যেন করেছে পরওয়ার * সেই ঘরে আছে বাদশা জান বাচাইয়া ॥ কেহ না যাইতে পারে দহসত লাগিয়া * শুনিয়া হজরত আলী কহে সবাকারে ॥ ঈমান আনহ সবে নবীর উপরে * নবীর কালেমা পড়ে হও মুসলমান ॥ দেখিব গদাই গিধি কেয়ছা পাহালওয়ান * পাহাড়ে যাইয়া তার জোলমাত তুড়িয়া কেল্লা তার দিব আমি শূন্যে উড়াইয়া * মারিয়া পয়জার তার উড়াইব শির ॥ যদি নাহি দীনদার হয় সে কাফির * শুনিয়া লস্কর যত আনিল ঈমান ॥ নবীর কালেমা পড়ে হৈল মুসলমান * কোমর বান্ধিয়া আলী নেকালিয়া গেল ॥ বিছমিল্লা বলিয়া মর্দ্দ পাহাড়ে চলিল *

পাহাড় উপরে মর্দ্দ পৌঁছিল যাইয়া ॥ বড় এক কেল্লা দেখে নজর করিয়া
সোর সার শোনে আলী তাহার ভিতর ॥ এয়ছাই তুফানে নাহি বহে
যেন ঝড় * হাড়িয়া মেঘেতে যেয়ছা আসমান গুমারে * এয়ছাই
আওয়াজ হয় তাহার ভিতরে * আওয়াজ শুনিয়া আলী ভিতরে
সান্ধায় ॥ আন্ধার কোকাফ কিছু দেখিতে নাপায় * আন্ধার কোকাফ
কিছু দেখা না পাইয়া ॥ জুলফিকার তেগ মর্দ্দ লিল নেকলিয়া *
তলওয়ারের ধার যেন বিজলী সমান॥ আন্ধার কোকাফ ঘর হইল রৌশন
চারি দিকে দেখে মর্দ্দ নজর করিয়া ॥ বাদশা উজীর দোহে কোনেতে
বসিয়া * কুদিয়া যাইয়া তার ধরিল কোমরে॥ অন্ধকার ঘর হৈতে আনিল
বাহিরে * বাহিরে আনিয়া কহে শুনহ ফরমান ॥ নবীর কালেমা পড়ে
হও মুসলমান * আখেরেতে ভাল যদি চাহ আপনার ॥ কালেমা কবুল
করে নবী কর সার * খুশীতে শুপিব তুঝে এই তক্তভাজ ॥ মাসে২ মদীনাতে
ভেজিবে খেরাজ * শুনিয়া গদাই বাদশা হেট শির রয় ॥ আর বার
আলী শাহা এই কথা কয় * কতক্ষণ বাদে বাদশা শির উঠাইল ॥
হজরত আলীর তরে কহিতে লাগিল * মালের লালচে আমি দীনকে
ছাড়িয়া ॥ কাহেকো বে-দীন হব কালেমা পড়িয়া * গোরের ভিতর
যখন যাইতে হইবে ॥ বাদশাই মাদার মেরা কোথায় রহিবে * কোথায়
রহিবে মাল কোথা রবে বাড়ী ॥ কোথা রবে জরু জাত আর ঘোড়া
গাড়ী * দু-আঁখি মুদিয়া দেখি সব অন্ধকার ॥ তবে কেন জাত দিয়ে
হব গোনাগার * উজীরের তরে আলী কহে ইসারায় ॥ এখন বুঝাও
তুমি গদাই বাদশায় * উজীর বাদশার তরে কত বুঝাইল ॥ শুনিয়া
গদাই বাদশা শির হেলাইল * শির টের্যা দেখে আলী গোশ্বায় ভরিয়া
মারিল পয়জার তার শিরেতে খেচিয়া * ঘুরিয়া পড়িল গিধি হইয়া
বেহুশ ॥ আলী শাহা মারে ফের দু-তিন পাসোস * পয়জারের চোটে
তার ভেঙ্গে গেল খুলি ॥ উজীরের তরে তবে কহে শাহা আলী *
দোজখি হইয়া গেল গদাই কাফির ॥ তুমিত আছিলে তার মছলত
উজীর * মুসলমান হও তুমি কালেমা পড়িয়া ॥ নহেত দোজখ বিচে
দিব পাঠাইয়া * উজীর কহেন আগে কবুনা করার ॥ আমাকে শুপিবে
এই বাদশাই মাদার * যতেক নফর মেরা মানিবে দোহাই ॥ তবে আমি
মুসলমান হব তেরা ঠাঁই * আলী বলে তোমাকে শুপিব তক্তভাজ ॥

মাসে২ মদীনাতে ভেজিবে খেরাজ * করিবে বাদশাই তুমি জোলমাত শহরে॥ হামেসা রাখিবে ইয়াদ নবী পয়গাম্বরে * এই যে নবীর দীন বড় ওস্তওয়ার॥ এই দীনে পার হবে যত গোনাগার * উজীর শুনিয়া বাত কবুল করিল॥ নবীর কালেমা পড়ে মুসলমান হইল * মুসলমান হৈল দেখ উজীর বেদীন॥ মোনাজাত আলী কহে বলহে আমিন * আমিন২ বল যত দীনদার॥ উজীরে শুপিল আলী বাদশাই মাদার *

পয়ার * উজীর হইল বাদশা শুন সমাচার॥ যতেক নফর হৈল তাহার তাবেদার * আলী শাহা একে একে যত হকিকত॥ শিখাইল তার তরে শরা শরিয়ত * করিবে নামাজ রোজা আল্লার ফরমান॥ যত দিন ধড় বিচে রবে তেরা জান * গরীব এতিম লোকে খয়রাত করিবে ভুকে ভাত পেয়াসে পানি লাঙ্গায় বস্ত্র দিবে * ঈমান বাহাল যেন থাকে হামেহাল॥ কদাচিত না করিবে দোছরা খেয়াল * এইরূপে আলী শাহা কত বুঝাইল॥ মদীনা যাবার তরে রওয়ানা হইল * খুশীতে বাদশাই কর জোলমাত ভিতরে॥ এখন চলিনু আমি মদীনা শহরে * এতেক বলিয়া শাহা কোমর বান্ধিয়া॥ দুল দুল উপরে জিন বান্ধিল কসিয়া * কুদিয়া ছওয়ার হৈল ঘোড়ার উপরে॥ কহিল চলহ লিয়া মদীনা শহরে * দুল দুল ইসারা তার মালুম করিয়া॥ হাওাকে রাখিয়া পিছে যায় নেক্কালিয়া * এয়ছাই কুওতে চলে বহে যেন ঝড় দেখিতে২ গেল মদীনা শহর * দুল দুলের তরে মর্দ্দ থাম লাগাইল॥ যাইয়া নবীর পায় সালাম করিল * যতেক ইয়ার ছিল মজলিসে বসিয়া সকলে মিলিল আসি গলায় ধরিয়া * মিলিয়া ইয়ার সবে বিদায় হইল॥ বিবীর নজদিগে মর্দ্দ যাইয়া পৌছিল * দেখিয়া ফাতেমা বিবী আপনি উঠিয়া॥ সালাম করিল তার কদম ধরিয়া * আনিয়া ওজুর পানি ওজু দেলাইল॥ আপনার হাতে বিবী পাও ধোওাইল * হাল হকিকত দোহে পুছা পুছি কিয়া॥ খানা পানি খায় দোহে খোসালে বসিয়া * এইরূপে দুইজন খুশী হালে রয়॥ আলীর গোলাম শাহা আশ্রাফউদ্দিন কয় * আল্লা২ বল সবে যত দীনদান॥ তামাম হইল কেচ্ছা জোলমাত নামার *

* সূচিপত্র *

* সূচিপত্র সমাপ্ত *

মুদ্রাকর—এম, আজিজুর রহমান চৌধুরী
হামিদিয়া প্রেস ৫০ হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা